বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

প্রকাশক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৩

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"খাদ্যের চাহিদা পূরণের পর এখন দৃষ্টি পুষ্টির দিকে।"

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। খাদ্য অধিদপ্তরের "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যাবলি ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব খাদ্য বিভাগের উপর ন্যস্ত। সব সময় সব শ্রেণির নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য"- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুন খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী নির্দেশনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চলমান করোনা মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।

"শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ"- শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে হতদরিদ্রদের জন্য ১৫/- টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কার্যক্রম "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি" চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। জনগনের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫১টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকার টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে এবং কৃষকের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বোরো ও আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে ৩.১৭লাখ মে.টন ধান, ১৮.১৩লাখ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জি টু জি চুক্তির মাধ্যমে ৬.৮৩লাখ মে.টন চাল ও ৫.৪৬লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। "ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয় করে কৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৫৬টি উপজেলায় "কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সারাদেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০০টি ধানের সাইলো নির্মানের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৩০টি সাইলো পাইলটিং আকারে নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন (মুজিববর্ষ) উপলক্ষ্যে সরকার দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৮টি বিভাগে ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও তার অধিনস্থ দপ্তরসমূহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। সরকারের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং চলমান করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খাদ্য অধিদপ্তর সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র, দুস্থ ও নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

"শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ"-শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে ২০১৬ সাল থেকে ৫০ লাখ এর অধিক হতদরিদ্র পরিবারের (প্রায় ২ কোটি জনগোষ্ঠী) মাঝে কর্মাভাবকালীন পাঁচ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ১০/- টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

সরকারের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তরের সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩,১৬,৯৭৬ মে.টন ধান ও ১৮,১২,৫১৮ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক উৎস হতে ৬,৮৩,০৫১ মে.টন চাল ও ৫,৪৬,১১৯ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। অন্যদিকে গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭,৫০,০৩৭ মে.টন চাল এবং ওএমএস খাতে ৪,৬৬,৫৫৫ মে.টন চাল ও ৪,২২,৬৮৯ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫১টি উপজেলায় এবং ভিডব্লিউবি (ভিজিডি) কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় ভিটামিন এ, বি$_{১}$, বি$_{১৬}$, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংকসমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিডব্লিউবি (ভিজিডি), ভিজিএফ, জিআর ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করে দেশের খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ ও আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ, অনুবিভাগ এবং শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সন্নিবেশ করে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসহ আগ্রহী সকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। প্রতি অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণই এর উদ্দেশ্যে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট খাদ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দরিদ্র জনগণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে আসছে। কৃষকের উৎপাদিত ধান ও গমের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ছাড়াও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে খাদ্য বিভাগ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে Public Food Distribution System (PFDS) এর আওতায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখের অধিক হতদরিদ্র পরিবারের (প্রায় ২ কোটি জনগোষ্ঠী) মাঝে কর্মাভাবকালীন পাঁচ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) প্রতিকেজি ১০ টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র জনগণের স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজারে চাল ও আটার পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। খোলা আটার পাশাপাশি ২ কেজির প্যাকেটজাত আটাও সাশ্রয়ী মূল্যে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে।

সরকারের নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা ও কৃষকের নায্যমূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তর সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩,১৬,৯৭৬ মে.টন ধান, ১৮,১২,৫১৮ মে.টন চাল ও ২০ মে.টন গম সংগ্রহ করেছে। এছাড়া বৈদেশিক উৎস হতে ৬,৮৩,০৫১ মে.টন চাল ও ৫,৪৬,১১৯ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অতিমারীর ফলে ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া খাদ্য বিভাগের কর্মকান্ড ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করার ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশনসহ গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সকল অংশীজনকে সঠিক তথ্য ও সুস্পষ্ট ধারনা প্রদানে এ প্রতিবেদন সক্ষম হবে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হোক, ভাবমূর্তি উজ্জল হোক এই কামনার পাশাপাশি এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

আমাদের কথা

প্রতি বছর খাদ্য অধিদপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন সফলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম। খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংযুক্ত থাকতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। স্বাধীনতা লাভের পরই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দেশ পুনর্গঠনসহ বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের সংস্থান করা। যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যার আশু সমাধান হয়। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে, বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করার অভিপ্রায়ে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যেই কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারণ করছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার নির্ধারিত টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, খাদ্য সচিব জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. শাখাওয়াত হোসেন এর দিক নির্দেশনায় ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও এর অধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদনটি। বিশেষ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি এ প্রতিবেদন প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনটিতে খাদ্য বিভাগের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশন করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ গবেষণা ও তথ্যের উৎস হিসেবে উপকার পাবে। এছাড়াও খাদ্য বিভাগের কর্মপরিধি সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে এবং তাদের চাহিদামাফিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রতিবেদনটি নির্ভুল তথ্য ও ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্মানীত পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা রাখছি। সকলের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটি আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

মোঃ সেলিমুল আজম
অতিরিক্ত পরিচালক
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
ও
আহবায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক			বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রারম্ভিকা			**১-২**
১.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি**			
	১.১	সাংগঠনিক কাঠামো		**৩**
	১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম		**৪**
২.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা**			
	২.১	**প্রশাসন বিভাগঃ**		**৬**
		২.১.১	সংস্থাপন শাখাঃ	**৬**
			২.১.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	**৬**
			২.১.১.২ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	**৬**
			২.১.১.৩ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	**৬**
			২.১.১.৫ বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম	**৭**
			২.১.১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	**৮**
		২.১.২	তদন্ত ও মামলা শাখাঃ	**৮**
		২.১.৩	বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখাঃ	**১০**
	২.২	**প্রশিক্ষণ বিভাগঃ**		**১১**
		২.২.১	বিভাগ পরিচিতি	**১১**
		২.২.২	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	**১১**
		২.২.৩	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি	**১১**
		২.২.৪	বিভাগের কর্মকান্ড	**১১**
৩.০	**খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি**			**১৩**
	৩.১	খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি		**১৩**
		৩.১.১	অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	**১৩**
		৩.১.২	আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	**১৪**
৪.০	**সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা**			**১৫**
	৪.১	**সংগ্রহ বিভাগঃ**		**১৫**
		৪.১.১	সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম	**১৫**
		৪.১.২	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	**১৫**
		৪.১.৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	**১৬**
		৪.১.৪	বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র	**১৬**
	৪.২	**সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগঃ**		**১৮**
		৪.২.১	সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	**১৮**
		৪.২.২	আর্থিক খাত	**১৮**
			৪.২.২.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	**১৮**
			৪.২.২.২ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ প্রণয়ন	**১৮**
			৪.২.২.৩ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়	**১৯**
			৪.২.২.৪ কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল ও আটা বিতরণ	**১৯**
			৪.২.২.৫ প্যাকেট আটা বিক্রয়	**১৯**
			৪.২.২.৬ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ	**১৯**
		৪.২.৩	অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ	**২০**
		৪.২.৪	মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	**২০**
		৪.২.৫	পুষ্টিচাল বিতরণ	**২১**
	৪.৩	**চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগঃ**		**২২**
		৪.৩.১	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	২২
		৪.৩.২	সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারনক্ষমতা	২২
		৪.৩.৩	খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	২২
		৪.৩.৪	খাদ্যশস্য পরিবহণ	২২
		৪.৩.৫	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	২৩

সূচিপত্র

		৪.৩.৬	খাদ্যশস্য মজুত	২৩
		৪.৩.৭	গুদাম ভাড়া প্রদান	২৪
		৪.৩.৮	সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি	২৪
	৪.৪	**পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগঃ**		২৫
		৪.৪.১	খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	২৫
		৪.৪.২	বস্তার ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	২৫
		৪.৪.৩	জিপি শিট ক্রয়	২৫
		৪.৪.৪	আনলোডার ক্রয়	২৫
		৪.৪.৫	কাঠের ডানেজ ক্রয়	২৫
		৪.৪.৬	সেলাই মেশিন ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়	২৫
		৪.৪.৫	আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণ	২৬
	৪.৫	**নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটঃ**		২৭
		৪.৫.১	ভূমিকা	২৭
		৪.৫.২	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের) জনবলের বর্তমান অবস্থা	২৭
		৪.৫.৩	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলি	২৭
৫.০	**নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ**			২৮
	৫.১	২০২১-২০২২ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ		২৮
		৫.১.১	Modern Food Storage Facilities Project (২য় সংশোধিত)	২৮
		৫.১.২	আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ	২৯
৬.০	**হিসাব ও অর্থ বিভাগ**			৩০
	৬.১	বাজেট ব্যবস্থাপনা		৩০
		৬.১.১	খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	৩০
		৬.১.২	খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৩১
		৬.১.৩	বিগত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র	৩২
৭.০	**অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ**			৩৩
	৭.১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম		৩৩
	৭.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন		৩৩
	৭.৩	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি		৩৩
৮.০	**এমআইএসএন্ডএম বিভাগ**			৩৫
	৮.১	এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম		৩৫
		৮.১.১	দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৩৫
		৮.১.২	সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৩৫
		৮.১.৩	মাসিক প্রতিবেদন	৩৫
		৮.১.৪	আমদানি প্রতিবেদন	৩৫
			৮.১.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি	৩৫
			৮.১.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি	৩৬
			৮.১.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ	৩৬
		৮.১.৫	খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন	৩৬
		৮.১.৬	কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা	৩৬
		৮.২.৭	খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল	৩৬
		৮.২.৮	কন্ট্রোল রুম	৩৬
৯.০	**বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা**			৩৭
	৯.১	বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম		৩৭
	৯.২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম		৩৭
	৯.৩	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি		৩৭
	৯.৪	এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)		৩৮
১০.০	**আইসিটি কার্যক্রম**			৪০
	১০.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট		৪০
		১০.১.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের জনবলের বর্তমান অবস্থা	৪০

সূচিপত্র

	১০.১.২	২০২১-২০২২ অর্থবছরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের কার্যক্রম	৪০
		১০.১.২.১ বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৪০
		১০.১.২.২ কৃষকের অ্যাপ	৪০
		১০.১.২.৩ ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা	৪২
		১০.১.২.৪ চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়	৪২
		১০.১.২.৫ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ	৪৩
		১০.১.২.৬ ওএমএস ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ	৪৩
		১০.১.২.৭ মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার	৪৪
		১০.১.২.৮ অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) সফট্ওয়্যার	৪৪
		১০.১.২.৯ অডিট ব্যবস্থাপনা (বাণিজ্যিক) সফট্ওয়্যার	৪৫
		১০.১.২.১০ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট	৪৫
		১০.১.২.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ ডাটাবেজ প্রণয়ন	৪৬
		১০.১.২.১২ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৪৬
১১.০	**আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প এর অগ্রগতি**		৪৭-৫২
১২.০	**“সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি**		৪৩-৫৭
১৩.০	**খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি**		৫৮-৬০
১৪.০	**দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (১ম সংশোধিত)**		৬১-৬২

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

প্রারম্ভিকা

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বেঙ্গল রেশনিং অর্ডারের দ্বারা 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফুড ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে অধিদপ্তরকে এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে আলাদা করে খাদ্য অধিদপ্তরকে নিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের ফলে খাদ্য বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। খাদ্য বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতির সংস্কারের সাথে সাথে সামগ্রিক কার্যধারায় দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলি বিতরণের কাজ খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটিতে পরিণত হয়েছে।

অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেটা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বলেছিলেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব।'

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক ২.৭৪ লাখ মে.টন ধান, ১৭.৬৫ লাখ মে.টন চাল অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারিভাবে ৬.৩৪ লাখ মে.টন চাল এবং ৬.৮০ লাখ মে.টন গম এবং বেসরকারিভাবে ৪.২২ লাখ মে.টন চাল এবং ৩১.৯৫ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সর্বমোট ১০.৫৬ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৩৮.৭৫ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৪৯.৩১ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২ এ উল্লিখিত "ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (ওএমএস, খাদ্য বান্ধব, ভিজিডি ইত্যাদি) আওতায় এবং বিভিন্ন চ্যানেলে (ইপি, ওপি, জিআর ইত্যাদি) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ৩০.০৮ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ২৪.৫৯ লাখ মে.টন এবং গম ৫.৪৯ লাখ মে.টন। জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ২৫১টি উপজেলার মধ্যে ২৩৩টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ২৩৩টি উপজেলায় কার্নেলের মাসিক চাহিদা ৬৭৬.৯৪৪ মে.টন এবং পুষ্টিচালের চাহিদা ৬৮৩৭১.৩১৪ মে.টন। ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অনুমোদিত ১৭০ টি উপজেলার মধ্যে ১৬০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ১৬০টি উপজেলায় ভিডব্লিউবি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১২০.১১৪ মে.টন এবং পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১২১৩১.০০৯ মে.টন। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ১১.৮৮ লাখ মে.টন এবং গম ৭.৩৯ লাখ মে.টন। রেল পথে ০৪.২১%, নৌ পথে ২২.৮১%এবং সড়ক পথে ৭২.৯৮% খাদ্যশস্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ২০.৩৭ লাখ মে.টন এবং সর্বনিম্ন ১৪.৩৪ লাখ মে. টন। বিগত এক বছরে জুলাই/২২ এর তুলনায় জুন/২৩ এ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তজার্তিক বাজারে গত এক বছরে গমের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জুলাই/২২ এর তুলনায় জুন/২০২৩ এ থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক), ৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম), ৫% সিদ্ধ চাল (ভারত) এবং ৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান) চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৫৮%, ২১.৬১%, ৭.১৪% এবং ২৯.৪৬%। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম), ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১৭.৩৬%, ৪৪.৯৭% ও ৩৮.১৭% হ্রাস পেয়েছে।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগ্রাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৭টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। চলমান ০৭টি সাইলো নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৬৮.৬৩%। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৯২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্পের আওতায় ৩৯২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ধারণক্ষমতার ২৯টি খাদ্য গুদাম, ২৩টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন, ১৪,৩৬৫ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ৫২৮৯ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত এবং ০৮টি আবাসিক ও অনবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০৭টি খাদ্য গুদাম, ৫০১টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন মেরামত, ১৬৭৬১২.৭৯ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ৯২৪৩১.৯১ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত এবং ৪৭টি আবাসিক ও অনবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মাঠপর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের ৪০৫টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা এবং ৪০৬টি স্থাপনায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগকালীন সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে, ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ডিপিপি’র সংস্থান অনুসারে সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগে ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ (পাঁচ) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ‘ডিজিটাল-বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক “আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Food Stock and Market Monitoring System (Package DG-27a) (FS&MMS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৬/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগবে, পরিবর্তন আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগিতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

দেশের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ধারণক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

১.১ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বণ্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

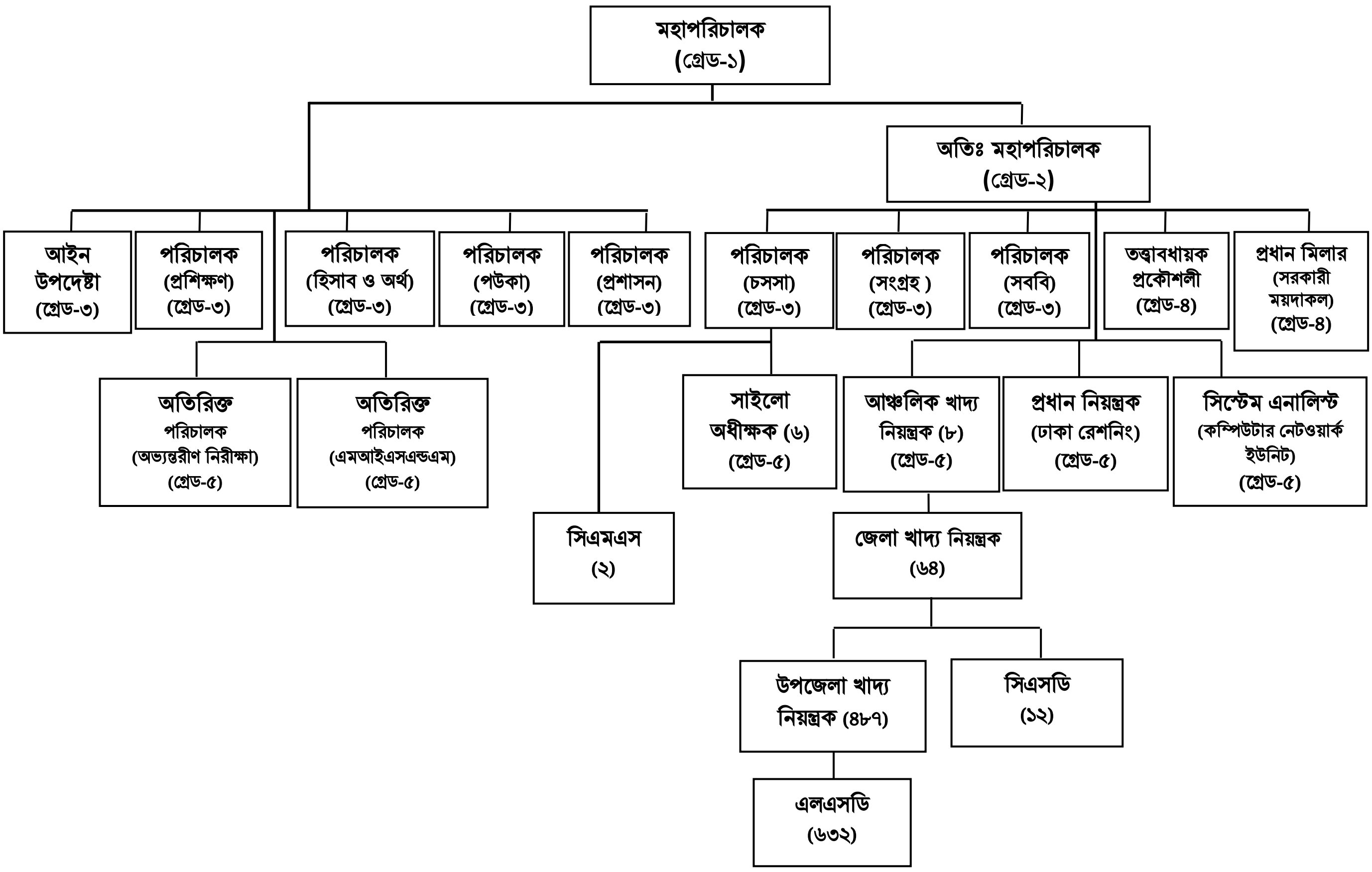

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরি গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুত);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা পূরণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারি, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- এ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

সারণি ০১: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
১	মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২)	১
৩	আইন উপদেষ্টা (গ্রেড-৩)	১
৪	পরিচালক (গ্রেড-৩)	৭
৫	প্রধান মিলার (গ্রেড-৪)	১
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রেড-৪)	১
৭	অতিরিক্ত পরিচালক (গ্রেড-৫)	৮
৮	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং (গ্রেড-৫)	১
৯	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (গ্রেড-৫)	৮
১০	সাইলো অধীক্ষক (গ্রেড-৫)	৬
১১	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (গ্রেড-৫)	২
১২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপপরিচালক/উপপরিচালক (কারিগরি)/সহকারি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (গ্রেড-৬)	১০৩
১৩	রক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৬
১৪	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৪
১২	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ ইনস্ট্রাক্টর /ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাইলো) (গ্রেড-৯)	৭১
১৩	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহকারি পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহকারি প্রধান মিলার (গ্রেড-৯)	২৪
১৪	সিস্টেম এনালিস্ট (গ্রেড-৫)	১
১৫	প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬)	১
১৬	সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯)	৩
১৭	রসায়নবিদ (গ্রেড-৯)	১
১৮	সহকারী রসায়নবিদ (গ্রেড-৯)	৯
১৯	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (গ্রেড-৯)	৬৪৬
২০	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই) (গ্রেড-৯)	৮
২১	খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক/অপারেটর (পেষ্ট কন্ট্রোল)/ সুপারভাইজার/উপ-সহকারী স্থপতি/উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)/ আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা/রক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক (গ্রেড-১০)	১,৭৬৩
২২	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর/প্রধান সহকারী/প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক/হিসাবরক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট/উপ-খাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান/উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ফোরম্যান (গ্রেড-১৪) সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী ফোরম্যান/অপারেটর/ড্রাইভার (গ্রেড-১৫)	৫,৪৩৫
২৩	স্প্রেম্যান/অফিস সহায়ক/নিরাপত্তা প্রহরী/হেলপার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী (গ্রেড-১৭-২০)	৫,৬১৩
	মোট মঞ্জুরিকৃত পদ	১৩,৭২৫

উৎসঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.১ প্রশাসন বিভাগ

২.১.১ সংস্থাপন শাখা

২.১.১.১ জনবল

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৭২৫টি পদের মঞ্জুরি রয়েছে। যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,২৬২ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো।

সারণি ০২: খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্যপদের সংখ্যা

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (১ম হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৮	১২৬	১২২
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৭৬	৫২৩	১৫৩
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৬৩	১২২২	৫৪১
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪৩৫	২১১১	৩৩২৪
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১৩	৩২৫৪	২৩৫৯
মোট=	**১৩৭২৫**	**৭২৩৬**	**৬৪৯৯**

২.১.১.২ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৪০তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০৩ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে এবং ০২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে:-

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক)	২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার (খাদ্য পরিদর্শক ও সুপারভাইজার)
৪০ তম বি.সি.এস	-	-	২১ জন	খাদ্য পরিদর্শক-২০৮জন, সুপারভাইজার-১২জন
৪১ তম বি.সি.এস	৬ জন	২ জন	-	-
৪৩ তম বি.সি.এস	৩ জন	৪ জন	-	-
৪৪ তম বি.সি.এস	১ জন	-	-	-
৪৫ তম বি.সি.এস	৩ জন	১ জন	-	-
মোট=	১০ জন	৬ জন	২১ জন	২২০ জন

এছাড়া, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা ২ টি শূন্যপদের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

২.১.১.৩ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণী ২৭ টিসহ মোট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদের ভাইবা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৩১৮ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

সারণি ০৩: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি/পদায়ন দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি/পদায়ন প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান	পরিচালক/সমমান	০১
২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	০২
৩	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	সাইলো অধীক্ষক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	০১
৪	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ২২,০০০-৫৩,০৬০	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	০১
৫	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ২২,০০০-৫৩,০৬০	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	০১
৬	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ২২,০০০-৫৩,০৬০	৫৯
৭	উচ্চমান সহকারী/অডিটর/হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/সমমান বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০/-	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	৬২
৮	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-	১৪৩
৯	স্প্রেম্যান/নিরাপত্তা প্রহরী বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ /-	২৪
১০	নিরাপত্তা প্রহরী/এটেন্ডার/হেলপার বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	মিল অপারেটিভ ও সাইলো অপারেটিভ বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ /-	২৪
		মোট =	৩১৮

২.১.১.৪ বিভিন্ন স্থাপনায় পদ সৃজনের কার্যক্রম

সারণি ০৪: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে সকল স্থাপনাসমূহের নামের তালিকা

ক্র.নং	স্থাপনার নাম	প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা	সমন্বয়/স্থানান্তর	নতুন সৃজনের প্রস্তাবিত পদ
১	মোংলা সাইলো, খুলনা	১৭৫	১৭৩	০২
২	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট	৬৩	৪২	২১
৩	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ	১১	০	১১
৪	সান্তাহার সাইলো, বগুড়া	১৩২	১২৪	০৮
৫	পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	১৫৩	৯৯	৫৪
৬	কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার-ডিউটি স্টেশনে ০৬(ছয়)টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরি	১১৮	০	১১৮
৭	স্টিল সাইলো (বরিশাল, ময়মনসিংহ, মধুপুর, আশুগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, চট্রগ্রাম, মহেশ্বরপাশা)	৪৮০	১০৮	৩৭২
৮	চলাচল ও সংরক্ষন নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পায়রা বন্দর	২০৭	০	২০৭
৯	প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	৫৩	০	৫৩
১০	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রকের পদ সৃজন	৮৪	৬৯	১৫
১১	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ওসমানী নগর, সিলেট	৪	০	৪
১২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, লালমাই, কুমিল্লা	৪	০	৪
১৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কর্ণফুলী, চট্রগ্রাম	৪	০	৪
১৪	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, গুইমারা, খাগড়াছড়ি	৪	০	৪
১৫	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ	৪	০	৪
১৬	এলএসডি'র পদ সৃজন (৪টি)	৮	০	৮
	সর্বমোট=	১৫০৪	৬১৫	৮৮৯

২.১.১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

১। খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদন ০৯/০৭/২০২৩খ্রি. তারিখের ১৩৭ নং স্মারকপত্রের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর তালিকা:

ক্রমিক	নাম	পদবি	কর্মস্থল	পুরস্কারের মান
খাদ্য ভবনের গ্রেড: ২-৯ পর্যায়ের ২ (দুই) জন, ১০-১৬ পর্যায়ের ১ (এক) জন এবং ১৭-২০ পর্যায়ের ২ (দুই) জন (মোট পাঁচ জন)				শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ এর ধারা ৭ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ
০১	জনাব মোঃ রায়হানুল কবীর	পরিচালক	প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
০২	জনাব আফিফ আল মাহমুদ ভূঁঞা	উপপরিচালক	সরবরাহ বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
০৩	জনাব মোঃ আয়নাল হক	মিল অপারেটিভ	পোস্তগোলা সরকারি ময়দামিল সংযুক্তিঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
০৪	জনাব মিন্টু ঘোষ	নিরাপত্তা প্রহরী	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
০৫	জনাব মমতাজ বেগম	অফিস সহায়ক	হিসাব ও অর্থ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	
আঞ্চলিক পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ হতে একজন				
০১	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বরিশাল	

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের ০৭/০৬/২০২৩খ্রি. তারিখের ২৪৭নং স্মারক

৩। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে আনীত বিভাগীয় মামলার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করা হলো। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সর্বমোট ৭৩টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ২৮ টি মামলা নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫ জনকে অব্যাহতি প্রদান এবং ১৩ জনকে অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় মামলা কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ড/গুরুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা আনয়নপূর্বক নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

জের (২০২১-২২ অর্থবছর)	২০২২-২৩ অর্থবছরের আনীত নতুন বিভাগীয় মামলা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২২-২০২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত অনিষ্পত্তিকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
			চাকরিচ্যুত/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
৪২	৩১	৭৩	০০	১৩	১৫	২৮	৪৫

সারণি ০৫: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা ব্যতীত অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য

ক্র. নং	মামলার ধরণ	বিগত মাসে চলমান মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নতুন মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমান মাসে সর্বমোট চলমান মামলার সংখ্যা	রুল ইস্যুকৃত/ জবাবের অপেক্ষায় মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	৬=(৩+৪-৫)	(৮)
১	কনটেম্পট পিটিশন	৫	-	-	৫	-
২	বাস্তবায়ন মামলা	৬	-	-	৬	-
৪	এ.টি মামলা	২১	-	-	২১	-
৫	এ.এ.টি মামলা	৯	-	-	৯	-
৬	রিট পিটিশন	২১৬	৩	-	২১৯	-
৭	সি.পি.এল.এ/রিভিউ/রিভিশন/ ফাষ্ট আপিল এবং অন্যান্য	১৬৬	১	-	১৬৭	-
৮	দেওয়ানি আদালতে	৬০৩	-	১	৬০২	-
৯	ফৌজদারি আদালত	৫৩	-	-	৫৩	-
১০	মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে	৪	-	-	৪	-
১১	জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টে আদালতে	১৭	-	-	১৭	-
১২	শ্রম আদালতে	১	-	-	১	-
	মোট চলমান মামলার সংখ্যা=	**১১০১**	**৪**	**১**	**১১০৪**	
ক্র. নং	**মামলার ধরণ**	**বিগত মাস পর্যন্ত নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**		**বর্তমান মাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**	**অদ্যাবধি পর্যন্ত নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**	
১	সরকার পক্ষে রায়	৭৫	-	১	৭৬	-
২	সরকারের বিপক্ষে রায়	৪১	-	-	৪১	-
৩	মামলার রায় বাস্তবায়ন	৭	-	-	৭	-
৪	স্থগিত	৭১	-	-	৭১	-
৫	নিস্পত্তি	১৭০	-	২	১৭২	-
৬	খারিজ	১০৩	-	-	১০৩	-
	মোট নিস্পত্তিকৃত মামলা =	**৪৬৭**	**-**	**৩**	**৪৭০**	**-**
	চলমান ও নিস্পত্তিকৃতসহ সর্বমোট মামলার সংখ্যা	**(১১০৪+৪৭০) = ১৫৭৪**				

সূত্রঃ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

২.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরগ্রেড, সম্মানিভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ১০ জন কর্মচারীর পিআরএল ও ০২ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি করা হয়েছে এবং ২৫ জন কর্মকর্তার পিআরএল ও ৭৮ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, ২৬টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর না দাবি সনদ প্রদান, ১১ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ২৬৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানীভাতা প্রদান ও ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি

পি আর এল মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	জিপিএফ মঞ্জুরি ১ম/২য়/৩য়/অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত	আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ	উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
২৫ জন	৭৮ জন	১৪০ জন	১০ জন	০৯ জন

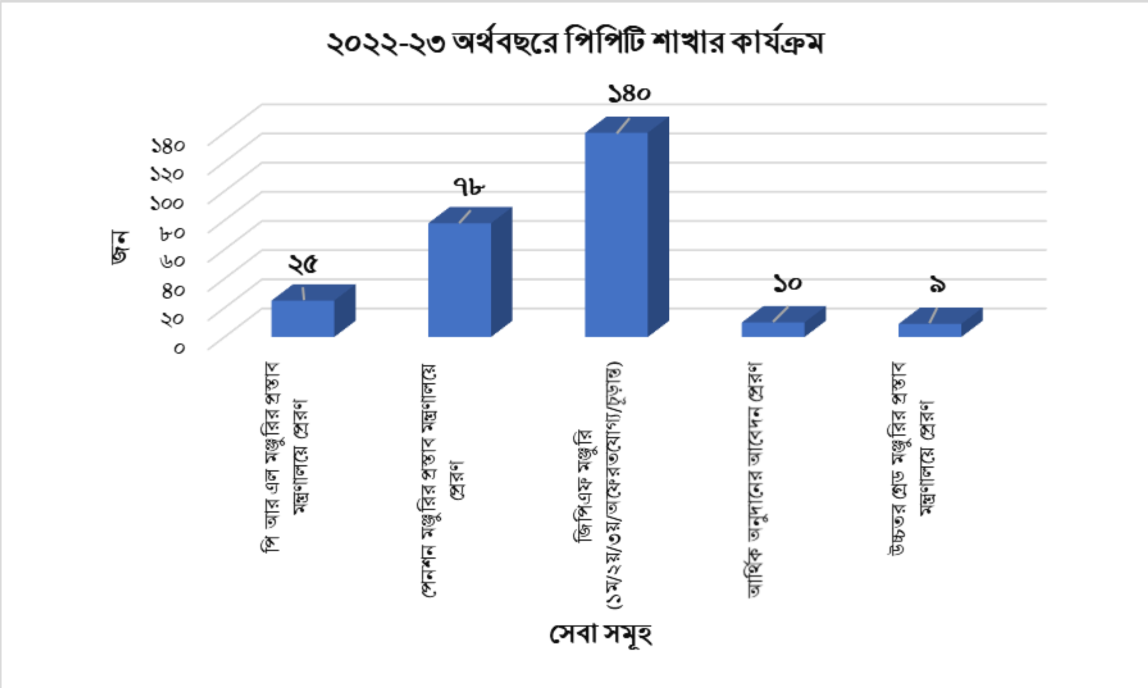

লেখচিত্র ১: ২০২২-২৩ অর্থবছরে পিপিটি শাখার কার্যক্রম

২.২ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.২.১ বিভাগ পরিচিতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনী গঠন তথা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কানাডিয়ান সিডা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনের ০৩ আগস্ট উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ ইউনিট হিসেবে এই বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ২১/১২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য সরকারি আইন-বিধি, নীতিমালা ইত্যাদিসহ সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। বর্তমানে ১৪(চৌদ্দ)টি পদ বছর ভিত্তিক রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ পূর্বক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.২.২ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ক) সরকারি খাদ্য পরিকল্পনা, নীতিমালা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
খ) খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান।
গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তার আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ঙ) তথ্য প্রযুক্তিসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান।
চ) খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত, দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান উন্নয়ন।

২.২.৩ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ছ) লেকচার/ডিসকাশন/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান দান।
জ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে-কলমে কারিগরি জ্ঞান প্রদান।
ঝ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
ঞ) কম্পিউটার, আইসিটি এবং নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.২.৪ বিভাগের কর্মকাণ্ড

সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে এ বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, ডরমিটরি অধিকতর আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ সুসজ্জিত করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ সৃষ্টির পর হতে এই বিভাগ বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা, নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে।

সারণি ০৬: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণ আয়োজিত দপ্তর	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ঘন্টা
১	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৪৫টি	১৪০০ জন	৭৪৬৯.৫ ঘন্টা
২	জুমের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৩৭টি	৩৮৭৭ জন	৮৮৩৮.৫ ঘন্টা
৩	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	প্রশিক্ষণ বিভাগ	১৯টি	৭৫৬ জন	২৬৪০.৫ ঘন্টা
৪	বাহিরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ	বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বিটাক ইত্যাদি দপ্তর সমূহ	৩৫টি	৭০ জন	১৯৭৫ ঘন্টা
			মোট=	৬১০৩ জন	২০৯২৩.৫ ঘন্টা

উল্লেখ্য যে, উপরেল্লিখিত ছকে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারীদের ৫৬.২৮ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ)টি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০২১-২০২২	১৫৯১ জন
২০২০-২০২১	১৩৯০ জন
২০১৯-২০২০	৮০৭ জন
২০১৮-২০১৯	৭২১ জন
২০১৭-২০১৮	৫৯৬ জন

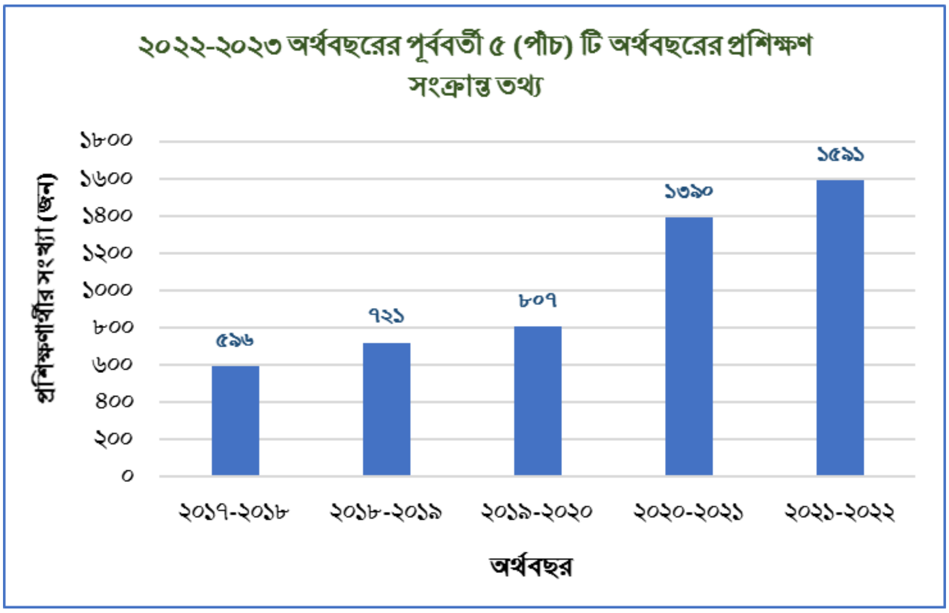

লেখচিত্র ২: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এছাড়াও, অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বক্তাগণও পাঠদান করেন।

৩.০ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আউশ, আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন চূড়ান্ত করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০.০১ লাখ মে.টন, ১৪৯.৫৮ লাখ মে. টন ও ২০১.৮৬ লাখ মে.টন এবং ১০.৮৬ লাখ মে. টন। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ৩৯২.৩১ লাখ মে. টনে (চাল ৩৮১.৪৫ লাখ মে.টন ও গম ১০.৮৬ লাখ মে. টন) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪২৭.২৯ লাখ মে. টন (চাল ৪১৫.৬৯ লাখ মে.টন ও গম ১১.৬০ লাখ মে. টন) খাদ্যশস্যর (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে দেশের সার্বিক খাদ্য শস্য উৎপাদন পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে।

সারণি-৭: অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন		২০২২-২৩ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্তকৃত		কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	
	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)
আউশ	১১.৫৯	৩০.০১	১৩.০৯	৩৬.৯
আমন	৫৭.২	১৪৯.৫৮	৫৯.০৬	১৬৩.৪৫
বোরো	৪৮.১৫	২০১.৮৬	৪৯.৭৮	২১৫.৩৪
মোট চাল	**১১৬.৯৪**	**৩৮১.৪৫**	**১২১.৯৩**	**৪১৫.৬৯**
গম	৩.১৫	১০.৮৬	৩.১৮	১১.৬
মোট খাদ্যশস্য	**১২০.০৯**	**৩৯২.৩১**	**১২৫.১১**	**৪২৭.২৯**

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।
২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

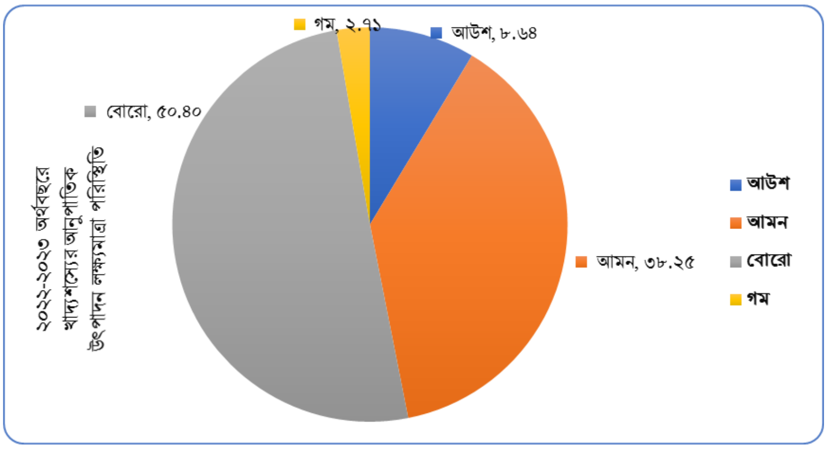

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা

লেখচিত্র-১: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো

৩.১ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.১.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (জুলাই/২০২২-জুন/২০২৩) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২২ এর তুলনায় জুন/২০২৩ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ৪.১৮% ও ২.৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে খোলা আটার পাইকারী ও খুচরা জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২২ এর তুলনায় জুন/২০২৩ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ২৪.২৬% ও ২৪.০২% বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণিদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৮: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা	পাইকারী	খুচরা
জুলাই/২২	৪১.৫৮	৪৪.২৬	৩৫.৯৫	৩৯.৬২	৩৮.৮৭	৪১.৮০
আগস্ট/২২	৪৩.৮০	৪৬.৮০	৩৭.৭১	৪১.১৯	৪২.৮৩	৪৬.১৪
সেপ্টেম্বর/২২	৪৪.০৮	৪৭.২১	৪১.৬০	৪৪.৩৫	৪৬.২৯	৪৯.৮৬
অক্টোবর/২২	৪৪.০৭	৪৭.১৬	৪২.৯৯	৪৫.৮৫	৪৮.৬৮	৫২.৩৪
নভেম্বর/২২	৪৪.৮১	৪৭.৭৪	৪৭.১৪	৪৯.২৯	৫৫.৩৮	৫৯.০২
ডিসেম্বর/২২	৪৫.৩৬	৪৮.২১	৪৯.২৭	৫২.১৪	৫৫.৯৭	৫৯.৯০
জানুয়ারি/২৩	৪৪.৩১	৪৭.৪৮	৪৯.৩১	৫২.৮৫	৫৫.৩২	৫৯.৩১
ফেব্রুয়ারি/২৩	৪৪.৫৩	৪৭.৭৭	৪৯.৩৬	৫৩.০৪	৫৪.৭১	৫৮.৭২
মার্চ/২৩	৪৪.৬৩	৪৭.৩১	৪৭.৭৫	৫২.৫২	৫৪.৭৫	৫৮.৬৩
এপ্রিল/২৩	৪৪.৫৮	৪৭.৫৫	৪৬.৮৭	৫১.১৪	৫৩.৫৪	৫৭.৪৮
মে/২৩	৪৩.৫৮	৪৬.৪৮	৪৬.৭০	৫০.৬৩	৫১.৮৭	৫৫.৭৪
জুন/২৩	৪৩.৩২	৪৫.৪১	৪৪.৬৭	৪৯.১৬	৪৭.৬৮	৫১.৮৪
গড়	**৪৪.০৫**	**৪৬.৭০**	**৪৪.৯৪**	**৪৮.৪৮**	**৫০.৪৫**	**৫৪.২৩**

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)

৩.১.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে জুলাই/২২ এর তুলনায় জুন/২৩ এ আন্তর্জাতিক বাজারে চালের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তবে গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে আন্তজার্তিক বাজারে গত এক বছরে গমের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জুলাই/২২ এর তুলনায় জুন/২০২৩ এ থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক), ৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম), ৫% সিদ্ধ চাল (ভারত) এবং ৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান) চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৮.৫৮%, ২১.৬১%, ৭.১৪% এবং ২৯.৪৬%। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম), ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ১৭.৩৬%, ৪৪.৯৭% ও ৩৮.১৭% হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৯: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২২-২০২৩

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/২২	৪০৯	৩৯৮	৩৬৪	৪০৪	৩১১	৩৭৮	৩৭২
আগস্ট/২২	৪১৮	৩৯২	৩৭৬	৪০০	৩১৬	৩৩৮	৩৩৯
সেপ্টেম্বর/২২	৪২৬	৩৯৫	৩৮১	৪১৭	৩৪৪	৩০৬	৩১৮
অক্টোবর/২২	৪১৯	৩৯৮	৩৭০	৪০৮	৩৫২	৩৬৩	৩৬৩
নভেম্বর/২২	৪১৮	৩৯৬	৩৭৩	৪০৭	৩৩৬	৩৪৬	৩৪৮
ডিসেম্বর/২২	৪৪৩	৪৪০	৩৭৩	৪৭৩	৩১৫	৩৩৮	৩৪২
জানুয়ারি/২৩	৪৮১	৪৪৯	৩৮৮	৪৯১	৩১৪	৩০০	৩০৭
ফেব্রুয়ারি/২৩	৪৬২	৪৫০	৩৯৩	৫০৫	৩১২	২৯৩	২৯৯
মার্চ/২৩	৪৫৯	৪৩৯	৩৮০	৪৮৭	২৮৪	২৮৮	২৮৯
এপ্রিল/২৩	৪৮২	৪৫৭	৩৭৩	৫১২	২৭৭	২৭৫	২৭৮
মে/২৩	৪৮৭	৪৮৫	৩৭৩	৫৫৪	২৪৮	২৫৫	২৫৯
জুন/২৩	৪৮৫	৪৮৪	৩৯০	৫২৩	২৫৭	২০৮	২৩০
গড়(২০২২-২৩)	**৪৪৯**	**৪৩২**	**৩৭৮**	**৪৬৫**	**৩০৬**	**৩০৭**	**৩১২**

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info

করোনা মহামারি এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারনে আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৪.১ সংগ্রহ বিভাগ

৪.১.১ সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করাই সংগ্রহ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সংগ্রহ বিভাগ হতে প্রতিবছর সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে আমন ও বোরো ধান-চাল এবং গম সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সংগ্রহ কার্যক্রম ছাড়াও সংগ্রহ বিভাগ হতে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত গম বস্তাবন্দীকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরভিত্তিক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম চটের বস্তা ক্রয় করা হয়। এছাড়া সংগ্রহ বিভাগ থেকে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিদেশ হতে গম আমদানির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগে মিলিং শাখা হতে ধান ছাঁটাই বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান এবং মন্ত্রণালয় হতে মিলিং সংক্রান্ত প্রাপ্ত যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত খাদ্যশস্য সার্বক্ষণিকভাবে খাবারযোগ্য রাখার স্বার্থে কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংগ্রহ বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সংগ্রহ চলাকালীন সহায়ক নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ এবং তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংগ্রহ বিভাগ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিনির্দেশ সম্মত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা হচ্ছে কিনা এবং সংগৃহীত চালের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগ থেকেও নিবিড় তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহঃ (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

হিসাব মে.টনে

ক্র. নং	ধান	চাল	চালের আকারে	গম
১.	২,৭৪,০৯৩	১৭,৬৪,৮২৩	১৯,৪৩,০৫২	২০

(খ) বৈদেশিক সংগ্রহঃ (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)

হিসাব মে.টনে

ক্র: নং	চাল	গম
১.	৬,৩৩,৯৩৫	৬,৭৯,৬৫২

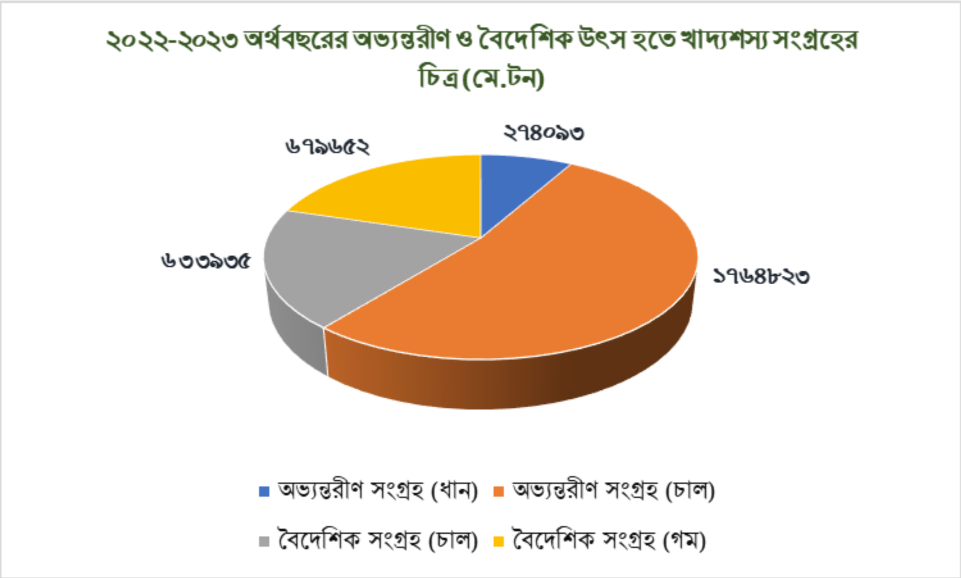

লেখচিত্র ২: খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র

(গ) চটের খালি বস্তা ক্রয়

ক্রঃ নং	বস্তার ধরন	ক্রয়কৃত বস্তা
১.	৩০ কেজি ধারণক্ষম	৫,৩৭,০০,০০০ পিস
২.	৫০ কেজি ধারণক্ষম	১,২৫,১১,২০০ পিস
	মোট=	৬,২৫,১১,২০০ পিস

(ঘ) কীটনাশক ক্রয় (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে আহবানকৃত ১২,০০০ লিটার তরল কীটনাশক ও ১৫,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী কীটনাশক বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১.৩ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ধান ও চাল ২৪.৬১ লাখ মে.টন ও গম ৭.০০ লাখ মে.টন ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম মোট ৮.০০ কোটি পিস বস্তা ক্রয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। তদনুযায়ী ই-জিপি পদ্ধতিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বস্তা ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বিনির্দেশ মোতাবেক বস্তা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রহ বিভাগ নিবিড় তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

এছাড়া ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ১৫,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট ও ১২,০০০ লিটার তরল কীটনাশক ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.১.৪ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র

সারণি ১০: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক (আমদানি) সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো

ক্র: নং	অর্থবছর	সংগ্রহের উৎস	সংগৃহীত পরিমাণ (মে.টন)	
			চাল	গম
১.	২০১৮-১৯	অভ্যন্তরীণ	২৩,৭৩,৯১২	৪১,৩৩৫
		বৈদেশিক	৬৫,৩৮৩	৪,৮৭,৩৯৮
২.	২০১৯-২০	অভ্যন্তরীণ	১৮,০৪,৫৭২	৬৭,২৫৩
		বৈদেশিক	০	৩,৬৭,৫৮৭
৩.	২০২০-২১	অভ্যন্তরীণ	১৪,৪৯,৯০৬	১,০৩,২১১
		বৈদেশিক	৫,৭২,৮৯২	৪,৭৮,৭০২
৪.	২০২১-২২	অভ্যন্তরীণ	২০,১৯,৭৮৭	২০
		বৈদেশিক	৬,৮৩,০৫১	৫,৪৬,১১৯
৫.	২০২২-২৩	অভ্যন্তরীণ	১৯,৪৩,০৫২	০
		বৈদেশিক	৬,৩৩,৯৩৫	৬,৭৯,৬৫২

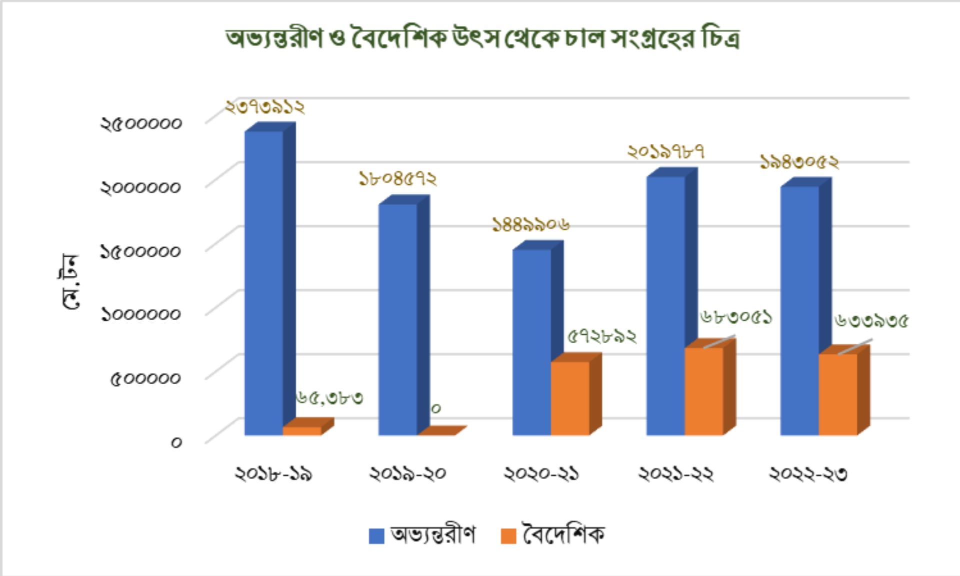

লেখচিত্র ৩: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে চাল সংগ্রহের চিত্র

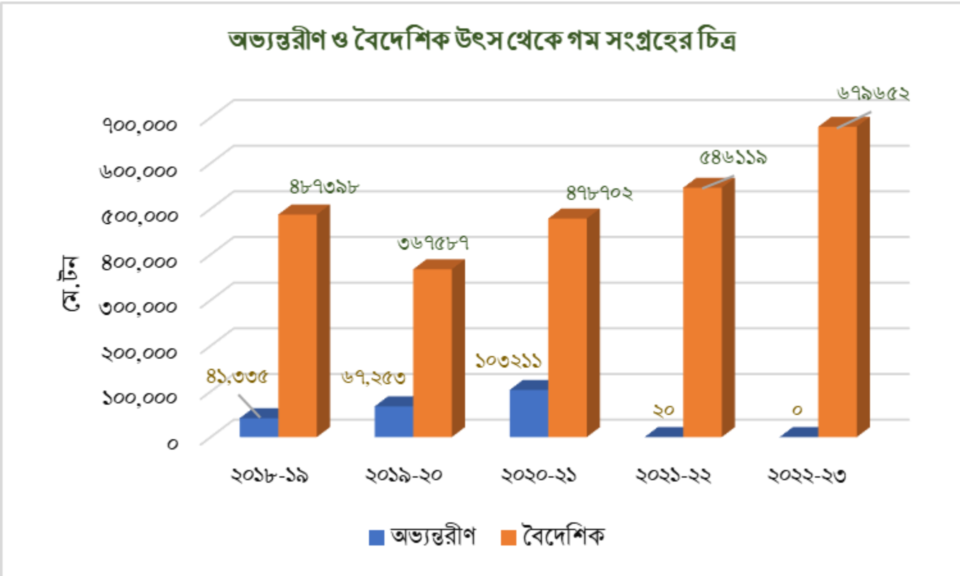

লেখচিত্র ৪: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে গম সংগ্রহের চিত্র

৪.২ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''বেঙ্গাল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ'' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এরপর অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারী সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

৪.২.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

৪.২.২ আর্থিক খাত

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস), এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, আনসার, কারা অধিদপ্তর, মুক্তিযোদ্ধা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

৪.২.২.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ- ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ।' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি হিসাবে দেশের পল্লি অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতিকেজি ১৫/- টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়েছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৬.৬২ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭.৬৮ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৪.২.২.২ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ প্রণয়ন

গত জুন/২০২২ হতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিজিটাল ডাটাবেজ (FFP Software) প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত উপকারভোগীদের তালিকা অনুযায়ী ভোক্তা যাচাই করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ উপকারভোগী তালিকা হালনাগাদ না করায় এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করায়, একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকা হতে বাদ দেওয়া,

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগীদের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি তালিকা হতে বাদ দেওয়া এবং স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে কারণে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও অনেক প্রকৃত কার্ডধারীগণ তাদের খাদ্যশস্য উত্তোলন করেননি। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে যাচাইকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯,২৩,৯৯৫ জন এবং সর্বশেষ অনুমোদিত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৮,৯২,৬৮১ জন।

৪.২.২.৩ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ঃ (ওএমএস)

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন ৪টি জেলা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী), অন্যান্য ১০টি সিটি কর্পোরেশন (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা) এবং সকল জেলা সদর ও জেলা সদর বহির্ভুত ক, খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রমে চাল ও আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ওএমএস কার্যক্রমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৫,৪৭,১৭৪ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম পেষণপূর্বক ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২,৩০,১৫৫ মে.টন গমের প্রায় ১,৮১,৮২২ মে.টন ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে (৭৯% রেশিও অনুযায়ী)।

৪.২.২.৪ কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল ও আটা বিতরণ :

- গত ১৭.০৪.২৩ তারিখে ওএমএস এর কর্মকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা মহানগর এলাকায় ৯টি ওএমএস কেন্দ্র চিহ্নিত করে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রমের চাল বিতরণের পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১০.০৫.২৩ তারিখ হতে নিম্নোক্ত কেন্দ্রসমূহে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ক্রমিক নং	রেশনিং এলাকা	বিক্রয় কেন্দ্রের নাম
১	ডি-১	দনিয়া ছাপড়া মসজিদ, জিয়া স্বরণী, ঢাকা
২	ডি-২	সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার, সূত্রাপুর, ঢাকা
৩	ডি-৩	বাংলাদেশ মাঠ মাজেদ সরদার রোড, বংশাল, ঢাকা
৪	ডি-৪	আজিমপুর ছাপড়া মসজিদের সামনে, আজিমপুর, ঢাকা
৫	ডি-৫	ফকিরাপুল কাঁচাবাজার, ঢাকা
৬	ডি-৬	মোহাম্মদপুর ময়ূর ভিলা বেড়িবাধ, ঢাকা
৭	ডি-৭	আনসার ক্যাম্প বাসষ্ট্যান্ড, মিরপুর-১, ঢাকা
৮	ডি-৮	মধুবাগ মাঠ, মগবাজার, ঢাকা
৯	ডি-৯	কড়াইল বেলতলা বস্তি, মহাখালী, ঢাকা

- ভোক্তা তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ছাঁপানো 'ওএমএস কার্ড' সর্বশেষ ৭ কর্মদিবসে প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট (ভোক্তার এনআইডি এবং ছবির সাথে মিলিয়ে একটি রেজিস্টারে এর মাধ্যমে প্রাপ্তি স্বীকার মূলে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিতরণ করা করা হচ্ছে। এছাড়াও ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে ওএমএস বিতরণ এর পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২.২.৫ প্যাকেট আটা বিক্রয়ঃ

পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত প্যাকেট আটা ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের উৎপাদিত ৩,৬৮২ মে.টন প্যাকেট আটা ঢাকা মহানগরের ওএমএস কেন্দ্রে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরে (সচিবালয়ের অভ্যন্তরে, মতিঝিল ও আজিমপুর এবং আগারগাও সমবায় বাজারে) ৪টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে।

৪.২.২.৬ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ

বাংলাদেশীয় চা-সংসদের আওতাভূক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস দরে (প্রতিকেজি চাল ২৮/- টাকা এবং প্রতিকেজি গম ১৯/- টাকা) খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২,৯২৮ মে.টন চাল এবং ১৭,১৬৭ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশীয় চা সংসদের আওতাভূক্ত ১০৬টি চা বাগানের শ্রমিকদেরকে এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪.২.৩ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভূক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ (ত্রাণ ও মৎস্য), জিআর, কাবিখা (ত্রাণ, ভূমি ও আশ্রয়ণ) টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব (এমআইএসএন্ডএম বিভাগ হতে প্রাপ্ত) নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১: পিএফডিএস খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ চিত্র

(হিসাব-মে. টনে)

পিএফডিএস খাতসমূহ		অনুমোদিত বাজেট			০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত মোট বিতরণ		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
আর্থিক খাত	বিশেষ জরুরি (ইপি)	২,৩৭,৪০৩	১,৪৯,৪৮৮	৩,৮৬,৮৯১	২,৩০,৬৯০	১,৪৪,৬৯১	৩,৭৫,৩৮১
	অন্যান্য জরুরি (ওপি)	২৩,০০০	৩,১৫০	২৬,১৫০	১৬,৭৪০	৩,৪০১	২০,১৪১
	এলইআই (চা-সংসদ) *	২,৯০৬	১৫,০৬৩	১৭,৯৬৯	২,৯০৬	১৭,১৯০	২০,০৯৫
	ওএমএস	৫,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	৯,০০,০০০	৫,৪৭,১৭৪	২,৩০,১৫৫	৭,৭৭,৩২৮
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৬,৭৫,৫০০	০	৬,৭৫,৫০০	৬,৬১,৯৬৬	০	৬,৬১,৯৬৬
উপ-মোট =		**১৪,৮৮,৮০৯**	**৫,১৭,৭০১**	**২০,০৬,৫১০**	**১৪,৫৯,৪৭৬**	**৩,৯৫,৪৩৬**	**১৮,৫৪,৯১২**
অ-আর্থিক খাত	কাবিখা (ত্রাণ)	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	৯৩,৩৮৯	৯৮,২৯৭	১,৯১,৬৮৬
	কাবিখা (ভূমি)	৩৭,৫০০	০	৩৭,৫০০	৩,৮২০	০	৩,৮২০
	কাবিখা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আশ্রয়ণ প্রকল্প)	০	৪০,০০০	৪০,০০০	০	২৬,০৭৪	২৬,০৭৪
	ভিজিডি	৩,৭৫,৪৮১	০	৩,৭৫,৪৮১	৩,৭৩,৫৯৪	০	৩,৭৩,৫৯৪
	জিআর	১,২৫,০০০	০	১,২৫,০০০	৭৭,৭৬৬	০	৭৭,৭৬৬
	ভিজিএফ (ত্রাণ)	৩,১০,০০০	০	৩,১০,০০০	৩,০০,৭৪৭	১,৩১৬	৩,০২,০৬২
	ভিজিএফ (মৎস্য)	৯৯,৯২০	০	৯৯,৯২০	১,০১,০৩৩	০	১,০১,০৩৩
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রকল্প (টিআর)	৫০,০০০	৩০,০০০	৮০,০০০	৪৯,০৪০	২৮,২৬৬	৭৭,৩০৬
	স্কুল ফিডিং (জিওবি)	০	১০,৫০০	১০,৫০০	০	০	০
উপ-মোট =		**১০,৯৭,৯০১**	**১,৮০,৫০০**	**১২,৭৮,৪০১**	**৯,৯৯,৩৮৯**	**১,৫৩,৯৫৩**	**১১,৫৩,৩৪২**
সর্বমোট =		**২৫,৮৬,৭১০**	**৬,৯৮,২০১**	**৩২,৮৪,৯১১**	**২৪,৫৮,৮৬৫**	**৫,৪৯,৩৮৯**	**৩০,০৮,২৫৪**

৪.২.৪ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর

সুপরিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০২২ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মাসভিত্তিক গড় বাজার দর

মাসের নাম	প্রতিকেজি চাল (টাকা)	প্রতিকেজি খোলা আটা (টাকা)
জুলাই/২০২২	৪১.০৭	৪০.৮৭
আগষ্ট/২০২২	৪৩.১১	৪৩.৮৯
সেপ্টেম্বর/২০২২	৪৩.০৫	৪৫.৭৭
অক্টোবর/২০২২	৪৩.১৪	৪৮.০৫
নভেম্বর/২০২২	৪৪.৯৫	৫৪.৭৩
ডিসেম্বর/২০২২	৪৪.৫৫	৫৫.৯০
জানুয়ারি/২০২৩	৪৪.৫২	৫৬.৪২

ফেব্রুয়ারি/২০২৩	৪৩.৩১	৫৬.৬৬
মার্চ/২০২৩	৪৪.৩৪	৫৬.৯৪
এপ্রিল/২০২৩	৪৪.০২	৫৬.৭৭
মে/২০২৩	৪৩.৪৩	৫৬.২৭
জুন/২০২৩	৪৩.৩৭	৫৪.০০

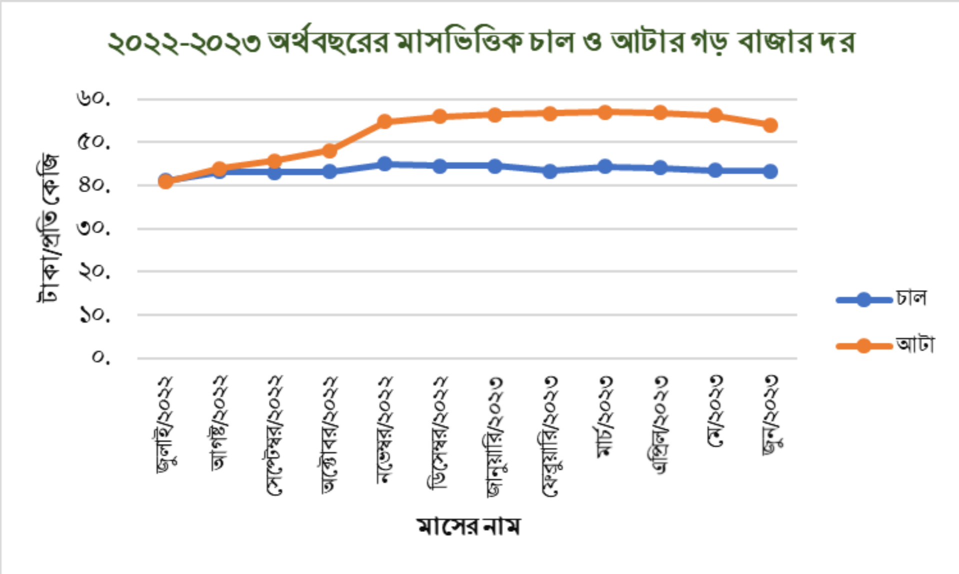

লেখচিত্র ৫: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মাসভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর

৪.২.৫ পুষ্টিচাল বিতরণ

এসডিজি এর ১৭টি লক্ষ্য বা গোলের মধ্যে ২ নম্বর লক্ষ্য SDG-2 (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target 2.1, 2.2) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (SDG) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব/A Zero Hunger World by 2030. 'নো পোভারটি'ও 'জিরো হাঙ্গার'অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অরক্ষিত (Vulnerable) অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের বামনতা ও ওজন স্বল্পতা হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও দেশের জনসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের জন্য বলা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অনুমোদিত ২৫১টি উপজেলার মধ্যে ২৩৩টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ২৩৩টি উপজেলায় কার্নেলের মাসিক চাহিদা ৬৭৬.৯৪৪ মে.টন এবং পুষ্টিচালের চাহিদা ৬৮৩৭১.৩১৪ মে.টন। ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অনুমোদিত ১৭০ টি উপজেলার মধ্যে ১৬০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত ১৬০টি উপজেলায় ভিডব্লিউবি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১২০.১১৪ মে.টন এবং পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১২১৩১.০০৯ মে.টন। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় পুষ্টিচাল কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

৪.৩.১ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলার অভ্যন্তরীণভাবে জারিকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এই বিভাগের মাধ্যমে চলাচল সূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৪.৩.২: সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা:

(ধারণক্ষমতা মে.টনে)

ক্রঃনং	স্থাপনা	কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা	মোট স্থাপনার সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা
১	এলএসডি	৬০২	৩৭	৬৩৯	১৩,২৮,৭২০	১২,৫৯,৭৫০
২	সিএসডি	১২	০	১২	৫,১৭,৫৫৬	৪,৮৪,৯৮৮
৩	সাইলো	০৫	১	৬	২,৭৫,০০০	২,৭৫,০০০
৪	ফ্লাওয়ার মিল	০১	০	১	১০,০০০	১০,০০০
৫	ওয়্যারহাউজ	০১	০	১	২৫,০০০	১৪,০০০
	মোট =	৬২১	৩৮	৬৫৯	২১,৫৬,২৭৬	২০,৪৩,৭৩৮

৪.৩.৩ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৫০৬ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহণ ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ১২: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

পর্যায়	মাধ্যম	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি)	৫৮৭
	রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার	০২
	মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম	০৮
	মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা	২০
	ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল)	৭৭
	ডিবিসিসি, ঢাকা	৪৮
বিভাগীয়	ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা)	১০৬
	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম)	৪৬৯
	রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী)	৪১৪
	খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা)	২৬৭
	বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল)	০১
জেলা	অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি)	৪৪৯
	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি)	৫৮
	মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =	**২৫০৬**

৪.৩.৪ খাদ্যশস্য পরিবহণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ (মে.টন)

পণ্য	সূচির পরিমাণ	রেল	সড়ক	নৌ	মোট (মে.টন)
চাল (মে.টন)	১৫১	২৮,১৫৫	৯,৮৭,৯৫০	১,৭১,৭৩৭	১১,৮৭,৮৪২
গম (মে.টন)	৬৯	৫২,৮৯৫	৪,১৮,৬৩০	২,৬৭,৭১২	৭,৩৯,২৩৭
মোট (মে.টন)	২২০	৮১,০৫০	১৪,০৬,৫৮০	৪,৩৯,৪৪৯	১৯,২৭,০৭৯
পরিবহণের হার		**০৪.২১%**	**৭২.৯৮%**	**২২.৮১%**	**১০০%**

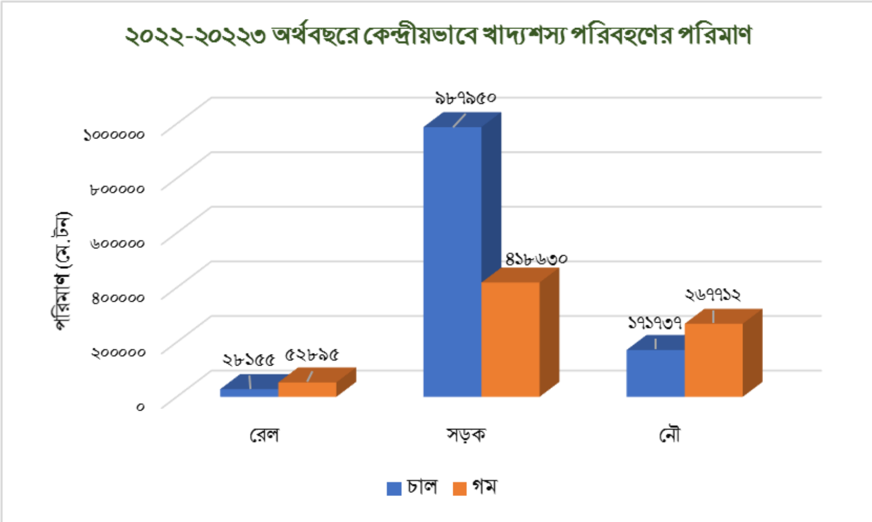

লেখচিত্র ৬: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ

৪.৩.৫ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বৈদেশিকভাবে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

সারণি ১৩: চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

ক্রঃনং	বন্দরের নাম	খালাসকৃত পণ্য		মোট (মে.টন)
		চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	
০১	চট্টগ্রাম	৪,৮৬,৫৭০.২৭৩	৫,১০,৯১৪.১০৭	৯,৯৭,৪৮৪.৩৮০
০২	মোংলা	১,১৬,৩৫৭.৬৫২	১,৬৮,৫৬৪.২০১	২,৮৪,৯২১.৮৫৩
	মোট=	৬,০২,৯২৭.৯২৫	৬,৭৯,৪৭৮.৩১	১২,৮২,৪০৬.২৩৩

মোট আমদানিকৃত চালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৮০.৭১% ও মোংলা বন্দরে ১৯.২৯% এবং গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৫.২০% ও মোংলা বন্দরে ২৪.৮০% খালাস হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের ৭৭.৭৯ % চট্টগ্রাম বন্দরে ও ২২.২১% মোংলা বন্দরে খালাস হয়েছে।

৪.৩.৬ খাদ্যশস্য মজুত

০১ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখের খাদ্যশস্যের প্রারম্ভিক মজুত ছিল সর্বমোট ১৬,৪২,৩৫০ মে.টন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ২০,০০,৭৭৫ মে.টন (বিশ লাখ সাতশত পঁচাত্তর)। যার মধ্যে চাল ১৭,৫৯,৫২৪ মে.টন, গম ১,৩৯,০৩৬ মে.টন, ধান ১,০২,২১৫ মে.টন এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ১৫,৬৭,৩৮২ মে.টন (পনেরো লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশত বিরাশি)। যার মধ্যে চাল ১৩,৫০,০৫৭ মে.টন ও গম ২,০২,২৮৯ মে.টন ও ধান ১৫,০৩৬ মে.টন।

সারণি ১৪: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী

মাস	চাল (মে.টন)	গম (মে.টন)	ধান (চাল আকারে)	মোট (মে.টন)
১	২	৩	৪	৫
জুলাই'২২	১৫,২২৮৭২	১,৫৩,০২৪	১,২৯,৭৮৬	১৮,০৫,৬৮২
আগাষ্ট'২২	১৭,৫৯,৫২৪	১,৩৯,০৩৬	১,০২,২১৫	২০,০০,৭৭৫
সেপ্টেম্বর'২২	১৫,১৫,৬২৯	১,৪৮,২১৬	৪৫,৯১০	১৭,০৯,৭৫৫
অক্টোবর'২২	১৩,৫০,০৫৭	২,০২,২৮৯	১৫,০৩৬	১৫,৬৭,৩৮২
নভেম্বর'২২	১২,৮৮,৫২১	২,৯১,৪৬৭	২,৯৪০	১৫,৮২,৯২৮
ডিসেম্বর'২২	১৪,৩৪,৯৫৫	৩,৫৯,২১৪	৮১২	১৭,৯৪,৯৮১
জানুয়ারি'২৩	১৫,৭৯,৩৩৫	৩,৭৫,৯৩৬	২,৪৫৭	১৯,৫৭,৭২৮
ফেব্রুয়ারি'২৩	১৫,০২,৭৮৬	৩,৮২,৩৫৬	৩,৮৯৯	১৮,৮৯,০৪১
মার্চ'২৩	১৪,৪৬,২৫৬	৪,১২,৫০৬	১,৯৩৪	১৮,৬০,৬৯৬
এপ্রিল'২৩	১০,৯৭,০৯১	৪,২১,৯৬৯	২০৫	১৫,১৯,২৬৫
মে'২৩	১৩,০৭,৩৬১	৩,৬২,৯২৫	৩৫,০৮১	১৭.,০৫,৩৬৭
জুন'২৩	১৪,৭৯,৪০১	২,৯৭,৬৯৭	৭১,১৭৭	১৮,৪৮,২৭৫

৪.৩.৭ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), WFP, TCB সহ মোট ০৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট বার্ষিক রাজস্ব অর্জন-২,১৯,০১,৭৫৯.৩২ (দুই কোটি উনিশ লাখ এক হাজার সাতশত উনষাট টাকা বত্রিশ পয়সা) টাকা।

সারণি ১৫: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া/বিনা ভাড়ায় প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য

সংস্থার নাম	গুদামের সংখ্যা(টি)	স্থাপনার নাম	ধারণক্ষমতা (মে.টন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫	তেজগাঁও সিএসডি	৪৫০০
জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার)	৩	ঝিলংজা এলএসডি	৩০০০
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	২	ঝিলংজা এলএসডি	২০০০
WFP	৮	ঝিলংজা এলএসডি ও হালিশহর সিএসডি	৮০০০
TCB	৭	ময়মনসিংহ সিএসডি, বরিশাল সিএসডি ও শেরপুর এলএসডি	৪০০০
মোট=	২৫		২১,৫০০

৪.৩.৮ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচলসূচির জন্য একটি Software তৈরি করা হয়েছে। উক্ত Software এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি আপলোড দেওয়া হচ্ছে এবং ইনভয়েসসমূহ পূরণপূর্বক প্রাপক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য পরিবহণযানে লোড হওয়ার সাথে সাথে প্রাপক কেন্দ্র খাদ্যশস্য আসার বিষয়ে অবহিত হতে পারছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ৬৫০টি দপ্তরে এ সফট্ওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সফট্ওয়্যার ব্যবহারের ফলে শতভাগ পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে।

৪.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় তার মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম ও সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সরবরাহ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ হতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এবিভাগ এর মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৪.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগার এবং প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে আঞ্চলিক পরীক্ষাগার রয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগারে খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন নমুনা ও প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ৮৮২টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১৩০৯টি সহ সর্বমোট ২১৯১ টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

৪.৪.২ বস্তার ময়েশ্চার মিটার ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় তা পরবর্তীতে বস্তাবন্দি করে বিভিন্ন স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের নিকট প্রেরণ/প্রদান করা হয়। উক্ত বস্তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তার আদ্রর্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার। নির্ধারিত আর্দ্রতার পাটের বস্তায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা না হলে তা থেকে খাদ্যশস্য নষ্ট ও গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই বস্তার আর্দ্রতা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে আছে কী না তা যাচাই করার জন্য বস্তার ময়েশ্চার মিটারের ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পাটের বস্তার আদ্রর্তা নির্ণয়ের জন্য মোট ১২০টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) ক্রয় করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন স্থাপনাসমূহে উক্ত আর্দ্রতামাপক যন্ত্রের মাধ্যমে বস্তার আদ্রর্তা নির্ণয়ের পরে বস্তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.৪.৩ জিপি শিট ক্রয়ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সিএসডি ও এলএসডিতে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৫০০(পাঁচশত) পিস গ্যাসপ্রুফ শিট (জিপি শিট) সংগ্রহ করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৪.৪ আনলোডার ক্রয়

সরকারিভাবে আমদানিকৃত গম প্রধানত সমুদ্র পথে ঢালা অবস্থায় পরিবহণ করা হয়। এতে করে অল্প খরচে অধিক পরিমাণ গম পরিবহণ করা সম্ভব হয়। সাইলোসমূহে জাহাজের মাধ্যমে আগত ঢালা গম খালাস করার কাজে আনলোডার ব্যবহার করা হয়। এতে কাজ দ্রুত হয় এবং সময়ের সাশ্রয় হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম সাইলোর ৪টি, নারায়ণগঞ্জ সাইলোর ২টি এবং মোংলা সাইলোর ২টি-সহ মোট ৮টি আনলোডার ব্যবহার করে ঢালা গম খালাস করা হচ্ছে।

মোংলা বন্দর দিয়ে আগত ঢালা গম খালাস কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে মোংলা সাইলো জেটিতে ঘণ্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader ক্রয়ের জন্য ১০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে Vigan Engineering, S.A, Belgium এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে স্থাপন ও কমিশনিং সম্পন্ন করে ১২/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখ হতে আনলোডারটি ব্যবহার করে মোংলা বন্দর দিয়ে আগত ঢালা গম খালাস করা হচ্ছে। এতে করে মোংলা সাইলোর খালাস ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪.৫ কাঠের ডানেজ ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি/সিএসডি-তে বস্তাবন্দি খাদ্যশস্য সরাসরি মেঝেতে না রেখে কাঠের তৈরি ডানেজে খামালজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। এতে করে মেঝের আর্দ্রতা সংক্রান্ত খাদ্যশস্য বিনষ্ট এবং পোকা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। ডানেজগুলো সাধারণত গর্জন কাঠের তৈরি এবং ২ মি.x ১ মি. সাইজের হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ডানেজ প্রতি পিস ১১,৪৫৫/- (এগারো হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা হিসেবে সর্বমোট ১৭,১৮,২৫,০০০/- টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ০৭/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪,১০৭ পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৮৯৩ পিস ডানেজ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য গুদামে সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ডানেজ ব্যবহার করে খাদ্যশস্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৪.৪.৬ সেলাই মেশিন ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ঃ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সাইলোসমূহে ঢালা গম সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত গম বিভিন্ন স্থাপনায় সরবরাহের পূর্বে বস্তাবন্দি করে সেলাই মেশিনের মাধ্যমে বস্তার মুখ বন্ধ করা হয়। পূর্বের ব্যবহৃত সেলাই মেশিনের অধিকাংশ অকেজো এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ২২টি

ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেভি ডিউটি সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি: এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সেলাই মেশিন এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ এপ্রিল' ২০২৩ সাইলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত সেলাই মেশিন ব্যবহার করে সাইলোসমূহে ঢালা গম বস্তাবন্দি করে বিভিন্ন স্থাপনায় প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪.৪.৭ আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণঃ

মেঘনা নদীর অববাহিকায় ১৯৭০ সালে প্রায় ৩৯ একর জায়গার উপর ৫০,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট আশুগঞ্জ সাইলো নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরের অধিককাল আগে নির্মাণ করা হলেও আশুগঞ্জ সাইলোতে এ যাবৎ কোন বিএমআরই করা হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে আশুগঞ্জ সাইলোতে বিদ্যমান যন্ত্রপাতিসমূহের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং এর ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে আশুগঞ্জ সাইলোর পূর্ণ ধারণক্ষমতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত বিএমআরই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আশুগঞ্জ সাইলো বিএমআরই করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SEC-BETS JV নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/মেরামতসহ আশুগঞ্জ সাইলোর বিএমআরইকরণ কাজটি Turn key ভিত্তিতে Vigan Engineering S.A, Belgium এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ০১/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে প্রয়োজনীয় ভ্যাট-ট্যাক্সসহ সর্বমোট ৪৫,৫০,০০০.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ইউরো মূল্যের চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে বিএমআরইকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান আছে।

৪.৫ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

৪.৫.১ ভূমিকাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়সমূহের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিরাপদভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নিমিত্ত রাজস্ব বাজেট ও প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আপদকালীন মজুদ, সংরক্ষণ ও সরকারি বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ২২ লক্ষ মে.টন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামোসহ প্রায় ২২ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য শস্য সংরক্ষণাগার রয়েছে। ৬৩৫টি এলএসডি ও ১২টি সিএসডিতে মোট গুদাম সংখ্যা ৩৪৩৮টি, সাইলো ৭টি, মাল্টিস্টোরিড ওয়্যার হাউজ ১টি, প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরি ১টি, বিভাগীয় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৮টি, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৬৪টি, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিস ৪৯০টি এবং খাদ্য সংরক্ষণাগারসমূহে বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান, সহায়ক অবকাঠামো (রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর), ক্যাম্পাসে বিদ্যুতায়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন গুদামসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কারিগরি জনবল দ্বারা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজস্ব বাজেট ও প্রকল্পের আওতায় করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সিআইপি এবং SDG এর কর্মপরিকল্পনা ও Rules of Business অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন, তদারকি এবং বাস্তবায়ন কাজসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় করা হয়।

৪.৫.২ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়) জনবলের বর্তমান অবস্থা

ক্র.নং	পদের নাম	বেতন গ্রেড	মোট পদের সংখ্যা	শুন্য পদ	নতুন সৃজিত পদ	মন্তব্য
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪র্থ	১	-	-	
২	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)	৫ম	২	-	-	
৩	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী	৬ষ্ঠ	৪	২	-	
৪	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৯ম	৯	৫*	১	*৫ জন জনবল পদায়ন প্রক্রিয়াধীন
৫	উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা	১০ম	২১	৯*	৩	* ৯ জন জনবল পদায়ন প্রক্রিয়াধীন
৬	উপসহকারী স্থপতি	১০ম	১	১	-	PSC-তে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
৭	উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০ম	১	১	-	PSC-তে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
৮	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	১	১	-	
৯	ড্রাইভার	১৬তম	৫	৫	-	
১০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	৯	৮	-	
১১	অফিস সহায়ক	২০তম	৯	৮	-	
		মোট=	৬৩	৪০	৪	

৪.৫.৩ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলি

১. খাদ্য বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের (বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিস ভবন, সিএসডি, সাইলো, এলএসডি ইত্যাদি) নির্মাণ ও পূণঃনির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;

২. খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি, মান নিয়ন্ত্রণ, অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিতে প্রতিমাসে ন্যূনতম ১ (এক) টি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভাকরণ এবং সভায় চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো ডিজাইনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/কনসালট্যান্টগনের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা;

৪. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রণয়ন সহ ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া নির্ধারন/ হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারিগরি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন;
৬. পূর্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরনের কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. পূর্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মত তহবিল ছাড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৮. জাতীয় পর্যায়ে পূর্ত কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট করা;
৯. পূর্ত কার্যক্রমের জন্য সরকারি রাজস্ব বাজেট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় সাধন করা;
১০. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলি যথাঃ প্রকল্প সার সংক্ষেপ পিসিপি, ডিপিপি এবং টিএপিপি প্রস্তুত করত সময়মত প্রক্রিয়াকরণ করা;
১১. আইএমইডি রির্পোট প্রক্রিয়াকরণ করা;
১২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা;
১৩. মাসিক সমন্বয় ও এডিপি সভায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
১৪. পূর্ত কার্যক্রমের সাথে পরিবেশগত উপাদান সংশ্লিষ্ট করা;
১৫. কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করা;
১৬. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করা;
১৭. পূর্ত কাজের ঠিকাদারদের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করা;
১৮. দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা;
১৯. বাস্তবায়িতব্য পূর্ত কাজের দরপত্র তফসিল প্রণয়ন করা;
২০. সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

৫.০ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীণ রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৬টি স্থাপনায় মেরামত কাজ এবং ২টি স্থাপনায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

৫.১ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারনক্ষমতা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জুন/২০২৫ এর মধ্যে ৩৭.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের ৪টি প্রকল্প চলমান। এর মধ্যে জুন/২০২৩ মাসে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। চলমান দুইটি প্রকল্প নিম্নরূপঃ

৫.১.১ Modern Food Storage Facilities Project (২য় সংশোধিত)

খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় “আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৬৪৯৪.০০ লক্ষ (জিওবি ৬৫০০.০০ লক্ষ + ৩৪৯৯৯৪.০০ লক্ষ (IDA Credit) + উপকারভোগী প্রদত্ত ৬.০০ লক্ষ) টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫.৩৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮টি সাইলোর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

১) ময়মনসিংহ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৯৬%;
২) মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৯৫.২৫%;
৩) আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৭৫.৪০%;
৪) বরিশাল সাইলোর নির্মাণ কাজ ৬৩%;
৫) নারায়ণগঞ্জ সাইলোর নির্মাণ কাজ ৪৫%;
৬) খুলনা সাইলোর নির্মাণ কাজ ৪২.০৫%;
৭) চট্টগ্রাম সাইলোর নির্মাণ কাজ ২৫.৫০%;
৮) নওগাঁ সাইলোর জন্য ভূমি উন্নয়ন কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।

GD-27a এর চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে SRS (System Requirement Specification) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে FDD (Functionality Demo Document) চূড়ান্ত হয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় মালামাল আমদানীর জন্য LC (Letter of Credit) খোলা হয়েছে এবং অধিকাংশ মালামাল ডেলিবারি দেয়ার পর আখানি (ঢাকা) এর দপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আখানি (ঢাকা) দপ্তরে ডাটা সেন্টার স্থাপন কাজ চলছে। সারাদেশ ব্যাপী খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অফিসসমূহে মালামাল সরবরাহের জন্য সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

সমন্বিত খাদ্যনীতি গবেষণা কার্যক্রমঃ

IFPRI কর্তৃক দাখিলকৃত ১৬টি রির্পোট চুড়ান্ত হয়েছে।

Food Testing Laboratory নির্মাণ কার্যক্রমঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

৫.১.২ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)” শীর্ষক প্রকল্পের Design & Supervision Consulting Firm (National) নিয়োগের জন্য গত ০১/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৭৪ নং স্মারকে Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়েছে। REOI বিজ্ঞপ্তিটি ০২/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, CPTU -এর Website ও ২ (দুই) টি পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। গত ১৮/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে আবেদনসমূহ গ্রহণ ও উন্মুক্ত করে মোট ১২টি EOI পাওয়া যায়। প্রাপ্ত EOI সমূহ যাচাই-বাছাই শেষে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ৫টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় (shortlisted) অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। গত ১৯/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখ সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৫টি প্রতিষ্ঠানকে Request for Proposal (RFP) প্রদান করা হয়। RFP -সমূহ ২০/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে গ্রহণ ও উন্মুক্ত করে মোট ৪টি RFP পাওয়া যায়। গত ৩০/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ RFP সমূহের কারিগরী মূল্যায়ন কমিটি’র সভা এবং ০৮/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখ RFP সমূহের আর্থিক মূল্যায়ন কমিটি’র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোচ্চ সম্মিলিত স্কোর অর্জনকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৮/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখে নিগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখ কৃতকার্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BETS Consulting Services Ltd. Dhaka, Bangladesh JV with Structural Engineers Company (SEC), USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৬.০ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

৬.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

৬.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলোঃ

সারণিঃ ১৬: ব্যয় বাজেট (২০২২-২০২৩) (হাজার টাকায়)

খাতের বিবরণ	২০২২-২০২৩		
	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
খাদ্য অধিদপ্তর			
সাধারণ কার্যক্রম	৬৩৬,৬১,৪৩	৫৮৩,০১,৪৭	৫২৪,৯১,৭৫
বিশেষ কার্যক্রম	১৮২৮২,৬০,৫৮	২১৫৮৮,৯৬,৭২	২০৪৮৭,১৯,৩০
মোট পরিচালন ব্যয়ঃ	১৮৯১৯,২২,০১	২২১৭১,৯৮,১৯	১৮০৮১,৯১,৯১
উন্নয়ন কার্যক্রম	১২৬৬,৩৮,০০	৯৪২,৪৪,০০	৫৫২,৯৯,৯৬
মোট পরিচালন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ	২০১৮৫,৬০,০১	২৩১১৪,৪২,১৯	২১৫৬৫,১১,০১

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

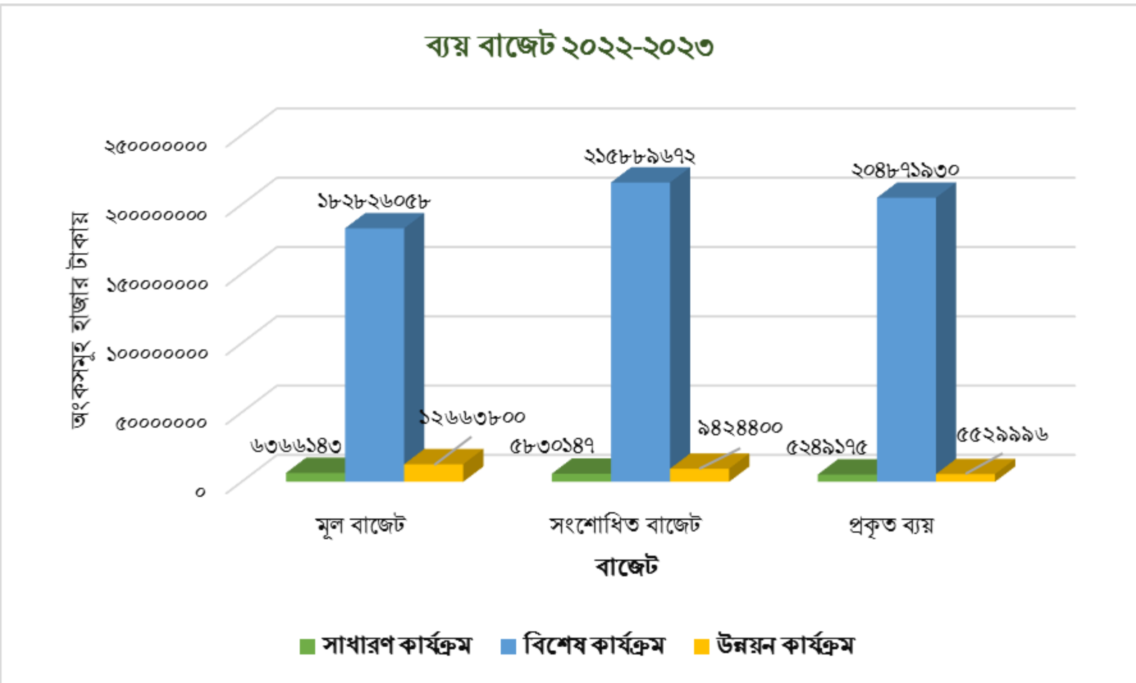

লেখচিত্র ৭: ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র

সারণিঃ ১৭: প্রাপ্তি বাজেট (২০২২-২০২৩) (হাজার টাকায়)

খাতের নাম	প্রাপ্তি বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০২২-২০২৩	প্রকৃত প্রাপ্তি ২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪
খাদ্যশস্য বিতরণ	১৪১১৫০.১১	১৬২৮৭,৬৬,৮০	১৪৮২৯,৬৩,৬৪
কর বহির্ভূত আয়	৩৬,১৭,৭০	৩৬,১৭,৭০	৮৯,৯৬,৪০

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

৬.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণি-১৮ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২২-২০২৩)

খাতের বিবরণ	পণ্য	বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (লাখ মে. টনে)	মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়)
খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি (FFP সহ)		০	৪৭৮৬.৯১	০	৪৩৭১.৮০
বৈদেশিক ঋণ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল	০.০১	০.১০	০	০
	গম	০.০১		০	
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা খাদ্য আমদানি	চাল	৯.০০	৮২৭৮.৬০	৬.৩৪	৬৩৯৯.১০
	গম	৭.০০		৬.৮০	
অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ	চাল	১৭.৩৫	৭২০৭.২০	১৯.৪৩	৮৬২৬.৬২
	গম	০.০১		০	
খাদ্য পরিচালন ব্যয়		০	১৩১৬.১৫	০	১০৮৯.৬৭
মোট বিশেষ কার্যক্রমঃ			২১৫৮৮.৯৬		২০৪৮৭.১৯
সাধারণ কার্যক্রমঃ		০	৫৮৩.০১	০	৫২৪.৯২
মোট পরিচালন কার্যক্রমঃ		৩৩.৩৮ (চাল-২৬.৩৬ গম-৭.০২)	২২১৭১.৯৭	৩২.৫৬ (চাল-২৬.১৪ গম-৬.৮০)	২১০১২.১১
নগদ বিক্রয় (ওএমএস, খাদ্যবান্ধব, শ্রমবহুল প্রতিষ্ঠান, ইপি, ওপি ইত্যাদিসহ)	চাল	১৪.৮৩	২৬০১	১৪.৬০	২৫৬০.৬৬
	গম	৫.২০	৭১০	৩.৯৫	৫৩৯.৩৩
মোট নগদ বিক্রয়ঃ		২০.০৩	৩৩১১	১৮.৫৫	৩০৯৯.৯৯
নন মনিটাইজড (কাবিখা, ভিজিএফ/ভিডব্লিউবি/ টিআর/জিআর/পার্বত্য চট্ট: বিষয়ক কার্যাদি ইত্যাদি	চাল	১০.৯৮	৫৪৬২	৯.৯৯	৪৯৬৯.৫২
	গম	১.৮১	৮৮৯	১.৫৪	৭৫৬.৩৯
মোট নন-মনিটাইজডঃ		১২.৭৯	৬৩৫১	১১.৫৩	৫৭২৫.৯১
ভর্তুকি					
সর্বমোটঃ		৩২.৮২	৯৬৬২	৩০.০৮	৮৮২৫.৯০

উৎস: হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

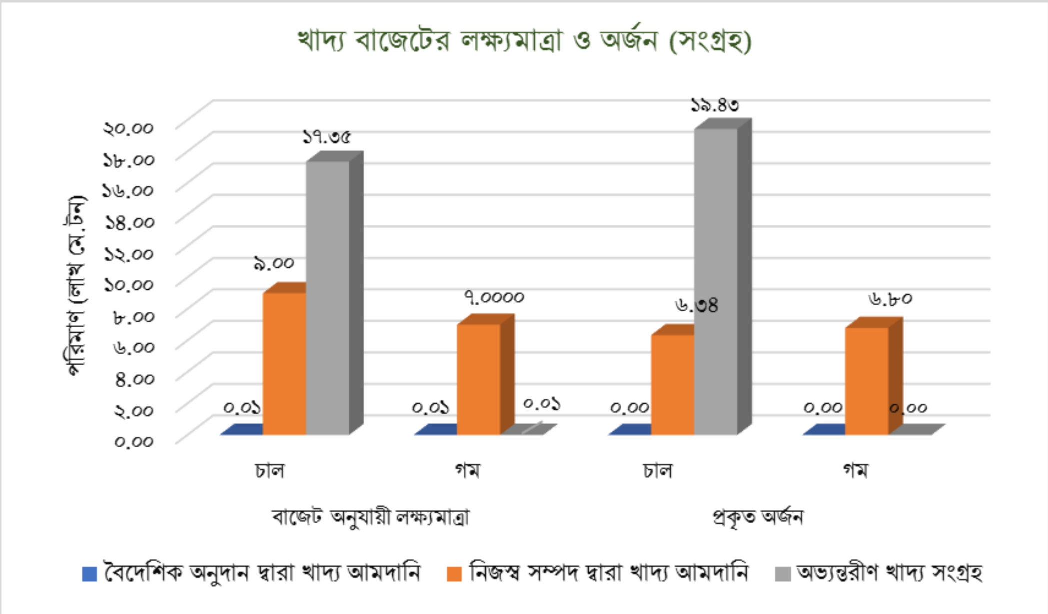

লেখচিত্র ৮: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

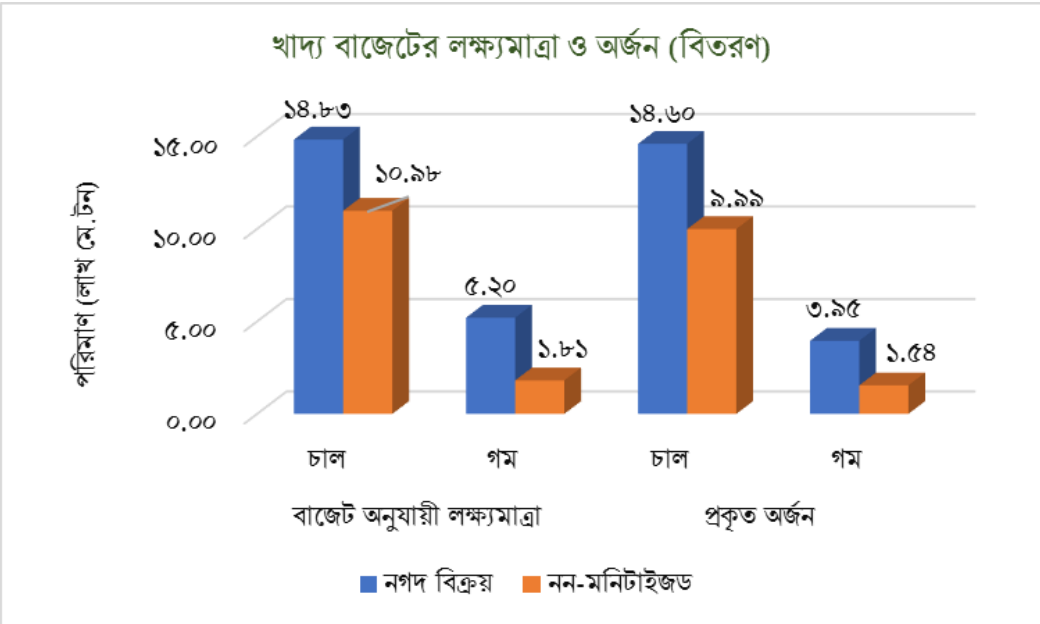

লেখচিত্র ৯: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

৬.১.৩ বিগত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র

অর্থবছর	বাজেট সংস্থান (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়ন (কোটি টাকায়)	বাজেট বাস্তবায়নের হার (%)
২০২০-২০২১	১৭৩২৯.৪১	১৩৮৪১.৭৭	৭৯.৮৮%
২০২১-২০২২	১৯১৭৮.৫৮	১৮০৬৯.৭২	৯৪.২১%
২০২২-২০২৩	২২১৭১.৯৮	২১০১২.১১	৯৪.৭৭%

সূত্র: হিসাব ও অর্থ বিভাগ

এখানে উল্লেখ্য যে বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

৭.০ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

৭.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন , সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

৭.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৭ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ৪২ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠমর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুপারিনটেনডেন্ট ১ (এক) জন ও ২(দুই) জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করার বিধান রয়েছে । পদায়কৃত ২০ জন সুপারিনটেনডেন্ট এর মধ্যে ৭ জন্য সুপারিনটেনডেন্ট অন্য দপ্তরে সংযুক্তি ও ৩২ জন অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

সারণি-১৯ : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম

অর্থ বছর	মোট জেলার সংখ্যা	প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা	নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০২২-২০২৩	৬৪	০৮	৩৩	৫৬৩	২৩০৪	২৩.৭৩

সারণি-২০ : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি		ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি		অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ববর্তী বৎসরের জের (জুলাই /২২) = ৪১০৭৬ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ২৩০৪	১০৯০.৯০ ২৩.৭৩	৪৫৯	৯১২	২.৭৫	৪২৪৬৮	১১১১.৮৯
মোট = ৪৩৩৮০	**১১১৪.৬৩**	**৪৫৯**	**৯১২**	**২.৭৫**	**৪২৪৬৮**	**১১১১.৮৯**

বি.দ্র. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ নিরীক্ষায় মোট=২০৮ টি আপত্তি উত্থাপিত হয় যাতে মোট= ১৯,৮২,৮৯,৯১২/৪৫ টাকা জরিত আছে।

৭.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি

রুপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management System (AMS) সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। Audit Management (AMS) সফটওয়্যারে শুরু হতে জুন/২৩ পর্যন্ত মোটঃ ৯২,৩২৪ টি আপত্তি আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি-২১ : অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আপলোড		আপলোডকৃত মোট আপত্তি
		নিস্পত্তিকৃত আপত্তি	অনিস্পত্তিকৃত আপত্তি	
০১	ঢাকা	১০৫৩৩	৫৮৫৭	১৬৩৯০
০২	চট্টগ্রাম	১০৯৬২	৬১৮৪	১৭১৪৬
০৩	রাজশাহী	৯১১৭	৪০৭৭	১৩১৯৪
০৪	খুলনা	৯৬৯৪	৪০৬৯	১৩৭৬৩
০৫	বরিশাল	৭৫৮২	২৮৯৬	১০৪৭৮
০৬	সিলেট	৩৮২২	১৫৭৭	৫৩৯৯
০৭	রংপুর	৭৭৩৯	১৭১২	৯৪৫১
০৮	ময়মনসিংহ	৪২৫৬	২২৪৭	৬৫০৩
	মোট=	**৬৩৭০৫**	**২৮৬১৯**	**৯২৩২৪**

৮.০ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ

৮.১ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, ধান ছাঁটাই, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তার তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রথমে উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরিত হয়। এর পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সমূহ প্রাপ্ত সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। আবার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ তার অধিনস্ত সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এমআইএসএন্ডএম বিভাগ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে তথ্যে সংগ্রহ,সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ করে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নীতি নির্ধারণ করে থাকে। সেজন্য এই প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক গুরুত্ব বহন করে। বর্তমানে অনলাইনে রিয়েল টাইম (Real time) তথ্য পেতে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এমআইএসএন্ডএম (Management Information System & Monitoring) বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

(১) দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(৩) মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৪) আমদানি প্রতিবেদন
(৫) খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন
(৬) কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম তদারকি
(৭) খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল পরিচালনা
(৮) কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

৮.১.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে রাতে জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে এর সঠিকতা যাচাই করে দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৈনিক প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৮.১.২ সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে প্রতি রবিবার/সোমবার জাতীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা এফপিএমইউ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

৮.১.৩ মাসিক প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের সমন্বয়ে ৩ (তিন) টি মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগের পিপিটি শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং অন্য ২টি এফপিএমইউতে প্রেরণ করা হয়।

৮.১.৪ আমদানি প্রতিবেদন

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্যশস্যের চাহিদা অনুযায়ী জি টু জি এবং বেসরকারিভাবে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) আমদানি করে থাকে। নিম্নে খাদ্যশস্য আমদানির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো।

৮.১.৪.১ সরকারি চাল ও গম আমদানি

চলাচল সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক দপ্তর চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে চাল ও গম আমদানির দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়। সঠিকতা যাচাই করে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়।

৮.১.৪.২ এলসির মাধ্যমে (নন বাসমতি) চাল আমদানি

২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে চাল (নন-বাসমতি) আমদানি শুরু হয়েছে। চাল আমদানির এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আমদানিকারকগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে চাল আমদানিপূর্বক খাদ্য বিভাগকে সরবরাহ করে থাকে। উক্ত আমদানিকৃত চালের বন্দরভিত্তিক, বিভাগভিত্তিক এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য নির্ধারিত ছকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে সমন্বিত প্রতিবেদন দৈনিকভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

৮.১.৪.৩ বেসরকারি চাল ও গম আমদানির তথ্য সংরক্ষণ

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং খুলনার স্থল ও সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে বেসরকারিভাবে আমদানির তথ্য এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ সংরক্ষণ করে এবং প্রকাশ করে থাকে।

৮.১.৫ খাদ্য অধিদপ্তর, কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম প্রতিবেদন

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ সময়ে সময়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। যেমন, সংগ্রহ বিভাগ অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তথ্যের সাথে মিলিকরণ করে সঠিকতা যাচাই করে। আবার হিসাব ও অর্থ বিভাগ, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ করে থাকে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যশস্যের হালনাগাদ মজুত, চ্যানেল ওয়াইজ বিতরণের তথ্য, সরকারি আমদানি, পরিবহন, সংগ্রহের সর্বশেষ পরিস্থিতি তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

৮.১.৬ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণের কাজ সিডিইউ করে থাকে যা অত্র বিভাগের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের হিসাব রক্ষণের কাজ ও এর ব্যবস্থাপনা এ দপ্তর করে থাকে। একজন সিস্টেম এনালিষ্ট/সমমান কর্মকর্তা এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৮.১.৭ খাদ্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল

খাদ্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি কল্যাণ তহবিল চালু আছে যা অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। উক্ত তহবিল খাদ্য বিভাগীয় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে এক দিনের মূল বেতনের অর্ধেক পরিমান অর্থ বাৎসরিক চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তহবিলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা রাখে। পদাধিকারবলে মহাপরিচালক (খাদ্য) উক্ত তহবিলের সভাপতি এবং পরিচালক, হিসাব ও অর্থ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও প্রমানপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সহায়তার পরিমাণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৮.১.৮ কন্ট্রোল রুম

দেশের সংকটময় অবস্থায় (বন্যা, করোনা, ঘুর্নিঝড়) প্রশাসনিক নির্দেশে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয় যা অত্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুম শিফট আকারে কখনো ২৪ ঘন্টা, কখনো ১৬ ঘন্টা চালু থাকে। সারাদেশে কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর দেয়া থাকে যাতে করে মাঠ পর্যায় থেকে জরুরী ভিত্তিতে তথ্য কন্ট্রোল রুমে থেকে জানাতে পারে। কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে।

৯.০ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা

৯.১ বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

সারণি-২২ : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২২ এর প্রারম্ভিক স্থিতি)		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য				সমাপনী জের (৩০/০৬/২৩ এর সমাপনী স্থিতি)	
		আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	৬,১৯০	৪৮৯০.২৪	৫৩৬	১০৮৮.৩০	৪০৭	৫০.৫৫	৬,৩১৯	৫৯২৭.৯৯

৯.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

প্রায় ছয় হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- ☐ দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- ☐ ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- ☐ মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- ☐ প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- ☐ অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

৯.৩ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

দ্বিপক্ষীয় সভা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন ছয় হাজার তিনশত উনিশটি আপত্তির মধ্যে ২,২১৪টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরণের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর তাদের লোকবলের অভাবে দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনে আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপযুক্ত প্রতিনিধি দিতে সক্ষম হয়না বিধায় বর্তমানে ৮টি বিভাগের ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটি খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন করে সাধারণ অনুচ্ছেদভূক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

সারণি-২৩ : খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০২১-২০২২ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২১-২০২২ অর্থবছরের সভা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সভা	২০২১-২০২২ আলোচিত আপত্তি	২০২২-২০২৩ আলোচিত আপত্তি	২০২১-২০২২ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২২-২০২৩ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	০	৪	০	৯০	০	৬৯

ত্রিপক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

সারণি-২৪ : খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

সংস্থা/দপ্তর	নিরীক্ষার ধরন	ত্রিপক্ষীয় সভার তথ্য					
		২০২১-২০২২ অর্থবছরের সভা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সভা	২০২১-২০২২ আলোচিত আপত্তি	২০২২-২০২৩ আলোচিত আপত্তি	২০২১-২০২২ সুপারিশকৃত আপত্তি	২০২২-২০২৩ সুপারিশকৃত আপত্তি
খাদ্য অধিদপ্তর	বাণিজ্যিক নিরীক্ষা	১০	৮	২৪৮	২৩৫	১৯৮	১৭৫

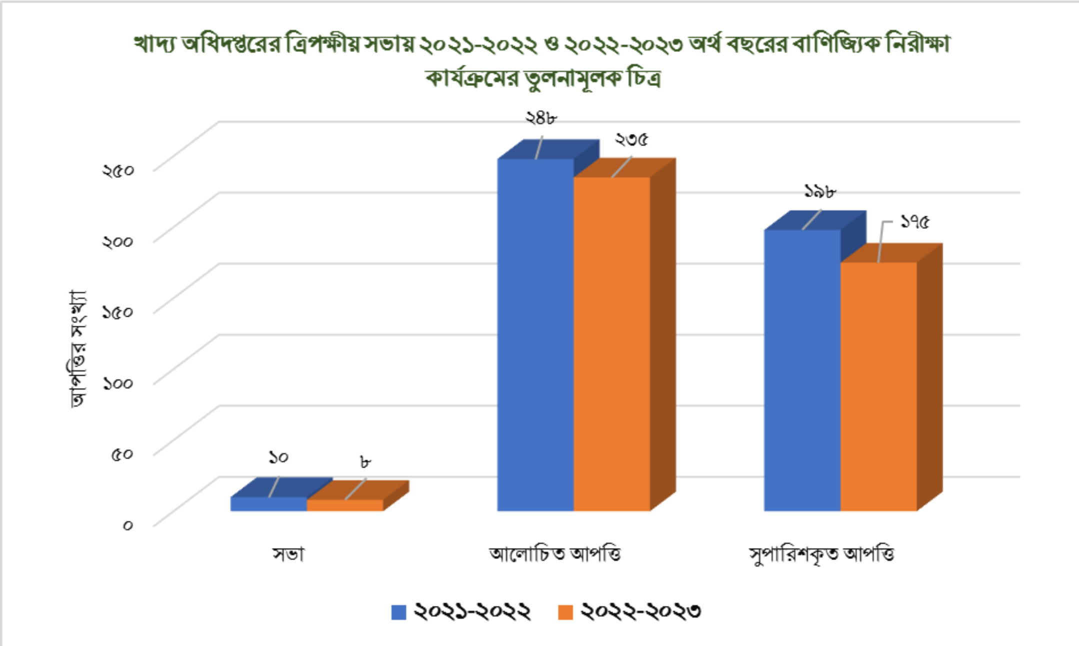

লেখচিত্র ১০: ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

৯.৪ এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS):

এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS): "সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর" এর আওতাধীন অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য সংরক্ষণ/জবাব প্রদান/নিষ্পত্তি/রিপোর্টিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, পেনশন জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নামের আপিত্তিসমূহের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ অডিট আপত্তিসমূহের তথ্য আপলোডকরণসহ আপত্তির বিভিন্ন ধাপে জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তির জন্য সম্যক জ্ঞান লাভে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্থাপনার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS) এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে জুন/২০২৩ মাস পর্যন্ত ৬৩১৯টি আপত্তির মধ্যে এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (EAMS)-এ ৬১৮০টি আপত্তির তথ্য আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র-১: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যারের (EAMS) লগইন পেইজ

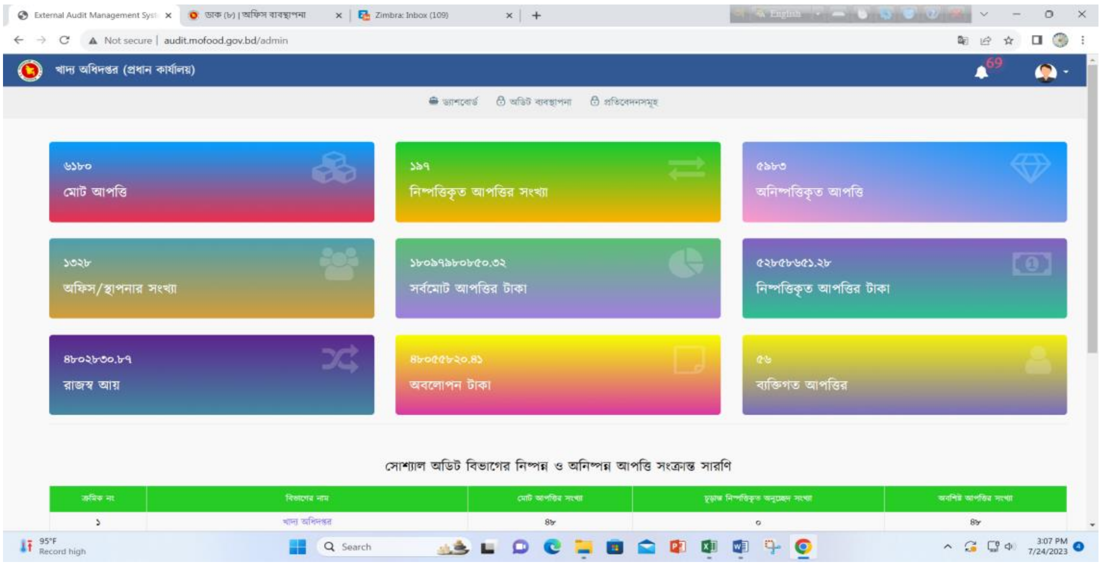

চিত্র: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার (EAMS) ড্যাসবোর্ড

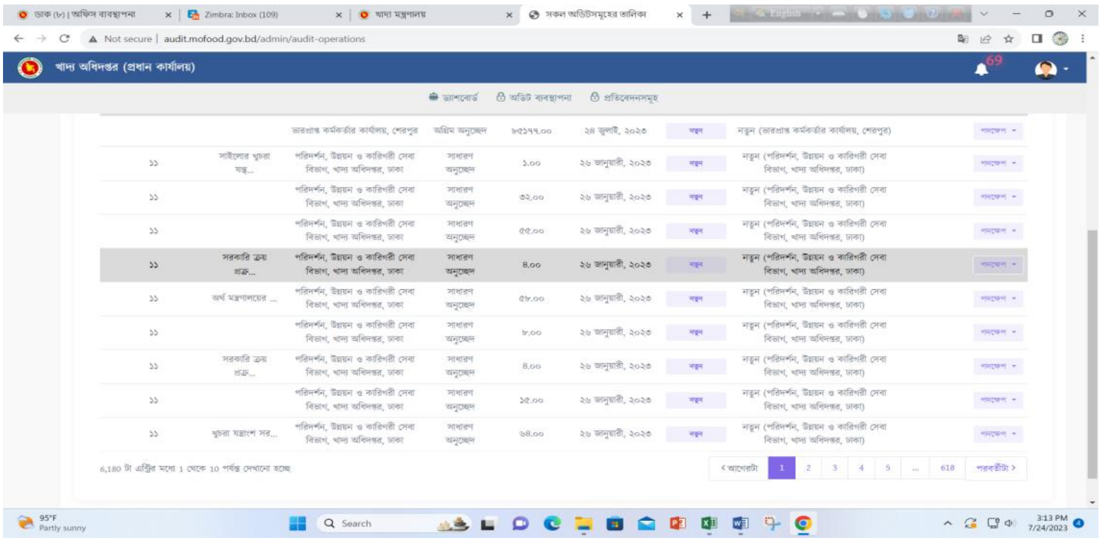

চিত্র: এক্সটার্নাল অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যারে (EAMS) প্রদর্শিত আপত্তির তালিকা

১০.০ আইসিটি কার্যক্রম

১০.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়া থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যাওয়া। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমসূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে এবং জনগনের হয়রানি কমাতে খাদ্য বিভাগের সকল সার্ভিস ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- খাদ্য অধিদপ্তরের আইসিটি নীতিমালা নির্ধারণ / যুগোপযোগীকরণে সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ডিজিটাল কার্যক্রমসূহের নিরাপত্তা এবং কর্মপরিধি সংক্রান্ত নীতিমালা নিরুপণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সিস্টেমের সামগ্রিক তত্বাবধান;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সফট্‌ওয়্যার/সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী ও তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে এপিআই (এপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ কার্যক্রম গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্টাকচার পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তত্বাবধান ও হালনাগাদকরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল জনবলের আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের যুগোপযোগী কারিকুলাম নির্ধারণ;
- নতুন টেকনোলজি বিষয়ে আইসিটি কর্মকর্তাগণের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান/প্রেরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট পরিচালনা, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- আইসিটির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ওয়েব/ডেস্কটপ/মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- বিভিন্ন সফট্‌ওয়্যার হোস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার, পিসি, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, স্থাপন ও configuration সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- সফট্‌ওয়্যার হোস্টিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার, স্টোরেজ, আইপি এড্রেস, ডোমেইন নেম বরাদ্দকরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের সকল আইসিটি কার্যক্রম তদারকিরণ;
- খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়েবমেইল একাউন্ট তৈরী ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এর ইউজার ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল শাখা/বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সাপোর্ট প্রদান;
- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল শাখা/বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী ও তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম প্রদান।

১০.১.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের জনবলের বর্তমান অবস্থা

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৯ম হতে ৫ম গ্রেড)	৫	২	৩
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	৩	২	১
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	-	-	-
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	-	-	-
মোট=	৮	৪	৪

১০.১.২ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের কার্যক্রম

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

১০.১.২.১ বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরে আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প হতে আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.১.২.২ কৃষকের অ্যাপ

সরকার কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষকের সময়, খরচ ও হয়রানি কমাতে এবং প্রকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহের জন্য "কৃষক অ্যাপ" চালু করা হয়। এটি একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। একজন কৃষক এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে কৃষক হিসেবে নিবন্ধন হতে পারেন।

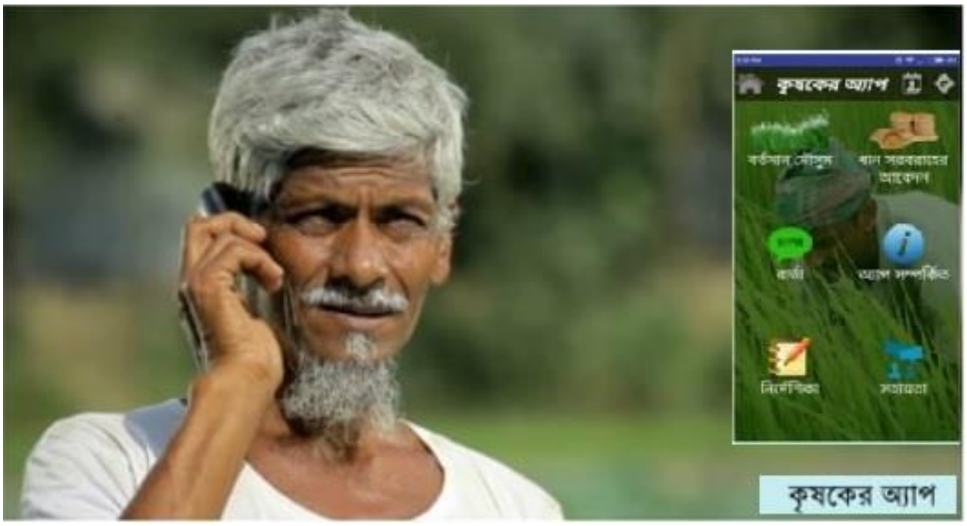

চিত্র-৩: কৃষকের অ্যাপ

“কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে সরাসরি সরকারি গুদামে ধান বিক্রয় করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বর প্রয়োজন হয়। সংগ্রহের সময় নিবন্ধিত কৃষকদের মধ্যে অনলাইন লটারি মাধ্যমে ধান সরবরাহের জন্য কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষকরা এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারেন এবং তাদের বরাদ্দকৃত ধান সরকারি খাদ্য গুদামে কোনো হয়রানি ছাড়াই বিক্রয় করতে পারেন। খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহের পর কৃষকদের ব্যাংক হিসাবে ধানের মূল্য পরিশোধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো প্রভাব নেই। আমন/২০১৯-২০২০ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রম পরীক্ষামূলক ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। কৃষক প্রথমবারের মতো সরকারের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এ পর্যন্ত মোট ৮,৮১,০৭১ জন কৃষক অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন।

“কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে ঘরে বসে কৃষক নিবন্ধিত হতে পারেন, ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে পারে, অ্যাপের মাধ্যমে ধানের বিনির্দেশ সম্পর্কে জানতে পারেন, লটারিতে নির্বাচিত হলে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষক জানতে পারেন কোন তারিখের মধ্যে কোন গোডাউনে ধান বিক্রয়ের জন্য যেতে হবে। ফলে কৃষকের খাদ্য কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত প্রয়োজন নেই। “কৃষকের অ্যাপ” এর মাধ্যমে সরাসরি সরকারি গুদামে ধান বিক্রয় করার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও নিজস্ব মোবাইল নম্বরসহ প্রকৃত কৃষক নিবন্ধিত হতে পারায় কৃষকের হয়রানি কমেছে। এতে কৃষকের সময় ও খরচ উভয়ই কমেছে।

চিত্র-৩: কৃষকের অ্যাপ প্রচারনা লিফলেট

অনলাইন সিস্টেমে কয়েক সেকেন্ডে লটারি সম্পন্ন হওয়ার ফলে কৃষক নির্বাচনে অধিক স্বচ্ছতা এসেছে। কৃষক ঘরে বসে এসএমএস এর মাধ্যমে লটারিতে নির্বাচিত হওয়া ও ধান বিক্রির তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন এবং কৃষকের ব্যাংক হিসাবে ধানের মূল্য পরিশোধ হওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ব কমে যাচ্ছে এবং কৃষক হয়রানি মুক্তভাবে সরকারি গুদামে ধান সরবরাহ করতে পারছেন। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বোরো’২০২৩ মৌসুমে মোট ৩০২টি উপজেলায় "কৃষকের অ্যাপ" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নতুন কৃষক নিবন্ধন করলেই তা ধান বিক্রয়ের আবেদন হিসেবে গণ্য করা হবে। যাদের নিবন্ধন আগে করা আছে তাদেরকে শুধুমাত্র ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে হবে। নিবন্ধন ও আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করা হবে। এতে খাদ্য অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ধান বিক্রির বরাদ্দের আদেশ জারি হওয়া মাত্রই কৃষক তার নিজ মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন। প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ খাদ্য অফিস, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

১০.১.২.৩ ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা

খাদ্য বিভাগের সকল সার্ভিস ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তরের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সহযোগিতায় "ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে খাদ্য বিভাগের লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকলের মালিকগণের সাথে সরকারি খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া, বরাদ্দ আদেশ জারি, মিলার কর্তৃক গুদামে চাল সরবরাহ ও মিলারের ব্যাংক হিসাবে চালের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা এসেছে। বোরো'২০২৩ মৌসুমে মোট ৮১টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

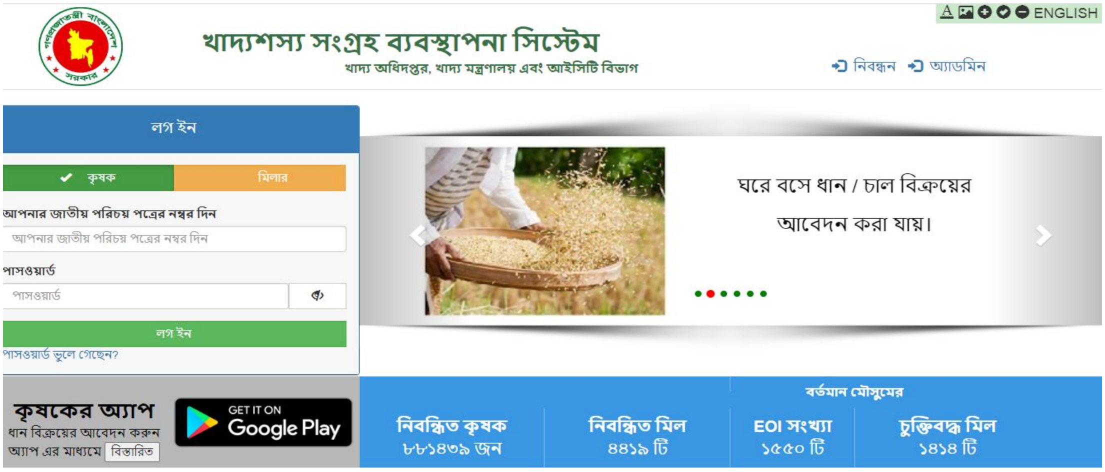

চিত্র-৩: খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

চিত্র-৩: খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

১০.১.২.৪ চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয়

খাদ্য বিভাগের ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য বিভাগের সংগ্রহ কার্যক্রমে চুক্তিকৃত চালকল মালিকগণের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করা হয়। চালকলসমূহে চালকলের মিলিং লাইসেন্স প্রদানে চালকল মালিকগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ/এ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক চালকল পরিদর্শন করেন। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারন তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনীর তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টীপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা? প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/কমিটি চালকল পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করে। খাদ্য বিভাগের লাইসেন্স গ্রহণকারী চালকলের মিলিং ক্ষমতা

নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজনে এই সফট্ওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মিলিং ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণেয়ের ফলে চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং প্রকৃত চালকল মালিকগণ চালকলের সঠিক ছাঁটাই ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হবেন না। বোরো'২০২৩ মৌসুমে মোট ৮১টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

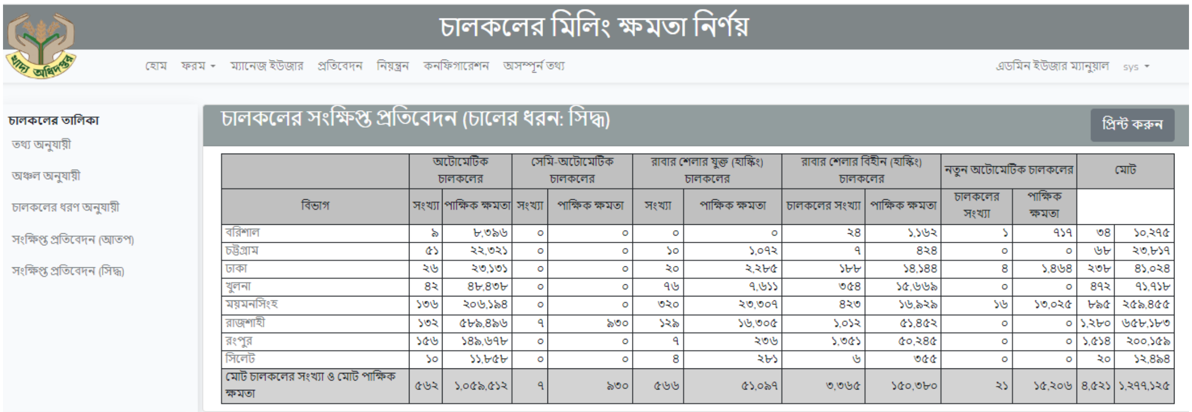

	অটোমেটিক চালকলের		সেমি-অটোমেটিক চালকলের		রাবার শেলার যুক্ত (হাস্কিং) চালকলের		রাবার শেলার বিহীন (হাস্কিং) চালকলের		নতুন অটোমেটিক চালকলের		মোট	
বিভাগ	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	চালকলের সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা	চালকলের সংখ্যা	পাক্ষিক ক্ষমতা		
বরিশাল	৯	৮,৩৯৬	০	০	০	০	২৪	১,১৬২	১	৭১৭	৩৪	১০,২৭৫
চট্টগ্রাম	৫১	২২,৩২১	০	০	১০	১,০৭২	৭	৪২৪	০	০	৬৮	২৩,৮১৭
ঢাকা	২৬	২৩,১৩১	০	০	২০	২,২৮৫	১৮৮	১৪,১৪৪	৪	১,৪৬৪	২৩৮	৪১,০২৪
খুলনা	৪২	৪৮,৪৩৮	০	০	৭৬	৭,৬১১	৩৫৪	১৫,৬৬৯	০	০	৪৭২	৭১,৭১৮
ময়মনসিংহ	১৩৬	২০৬,১৯৪	০	০	৩২০	২৩,৩০৭	৪২৩	১৬,৯২৯	১৬	১৩,০২৫	৮৯৫	২৫৯,৪৫৫
রাজশাহী	১৩২	৫৮৯,৪৯৬	৭	৯৩০	১২৯	১৬,৩০৫	১,০১২	৫১,৪৫২	০	০	১,২৮০	৬৫৮,১৮৩
রংপুর	১৫৬	১৪৯,৬৭৮	০	০	৭	২৩৬	১,৩৫১	৫০,২৪৫	০	০	১,৫১৪	২০০,১৫৯
সিলেট	১০	১১,৮৫৮	০	০	৪	২৮১	৬	৩৫৫	০	০	২০	১২,৪৯৪
মোট চালকলের সংখ্যা ও মোট পাক্ষিক ক্ষমতা	৫৬২	১,০৫৯,৫১২	৭	৯৩০	৫৬৬	৫১,০৯৭	৩,৩৬৫	১৫০,৩৮০	২১	১৫,২০৬	৪,৫২১	১,২৭৭,১২৫

চিত্র-৩: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

১০.১.২.৫ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ

"খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সরকার এই কর্মসূচির একটি সুবিধাভোগী ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরির লক্ষ্যে ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ৮টি উপজেলার ২টি করে মোট ১৬টি ইউনিয়নকে পাইলটিং করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। গত ২৫/৪/২০২২ থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র সহ সুবিধাভোগী এবং তাদের স্ত্রীর তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে এই পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখ হতে দেশব্যাপী ৫০ লক্ষ উপকারভোগী ও তাদের স্বামী/স্ত্রীর তথ্য যাচাই করে খাদ্যবান্ধব ডাটাবেজ প্রস্তুত কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে ৫০,১১,৫১২ জন ভোক্তার বিপরীতে ভোক্তার এবং তার স্বামী বা স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাইয়ের মাধ্যমে ৪৯,৫১,১১০ জন ভোক্তার স্বামী/স্ত্রী উভয়ের তথ্যসহ যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে শুধুমাত্র যাচাই করা ভোক্তাদের মধ্যে চাল বিতরণ করা শুরু হয়েছে। ডাটাবেজ প্রণয়নের পাশাপাশি ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ৮টি উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের ১৮টি ডিলার পয়েন্টে "খাদ্যবান্ধব বিতরণ" অ্যাপ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্র-৩: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

১০.১.২.৬ ওএমএস ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ

শিশুসহ মহিলা, বৃদ্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার লোকজন চাল ও আটা ক্রয়ের জন্য ওএমএস দোকানের সামনে দীর্ঘক্ষণ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে করে একই ব্যক্তির প্রতিদিন লাইনে দাঁড়ানোর ফলে সকল ভোক্তার খাদ্যশস্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানে ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। Modern Food Storage and Facilities Project এর আওতায় সফট্ওয়্যার প্রণয়ন এবং ৫৭১টি বিক্রয় কেন্দ্রের ৬,৫২,৫১৯ জন ভোক্তার মধ্যে ৩,৭১,৫৭৬ জন ভোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাইয়ের মাধ্যমে ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভোক্তার যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে। পরবর্তীতে দেশব্যাপী সকল বিক্রয় কেন্দ্রের ওএমএস ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হবে।

চিত্র-৩: ওএমএস ভোক্তার ভেরিফায়েড ডাটাবেজ

১০.১.২.৭ মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সময় মতো কোর্টে দাখিল ও মামলা পরিচালনার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ১৫৮০টি মামলার তথ্য সফট্ওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে যার মধ্যে ১১০৮টি চলমান মামলা ও ১৭২টি মামলা নিষ্পত্তিকৃত।

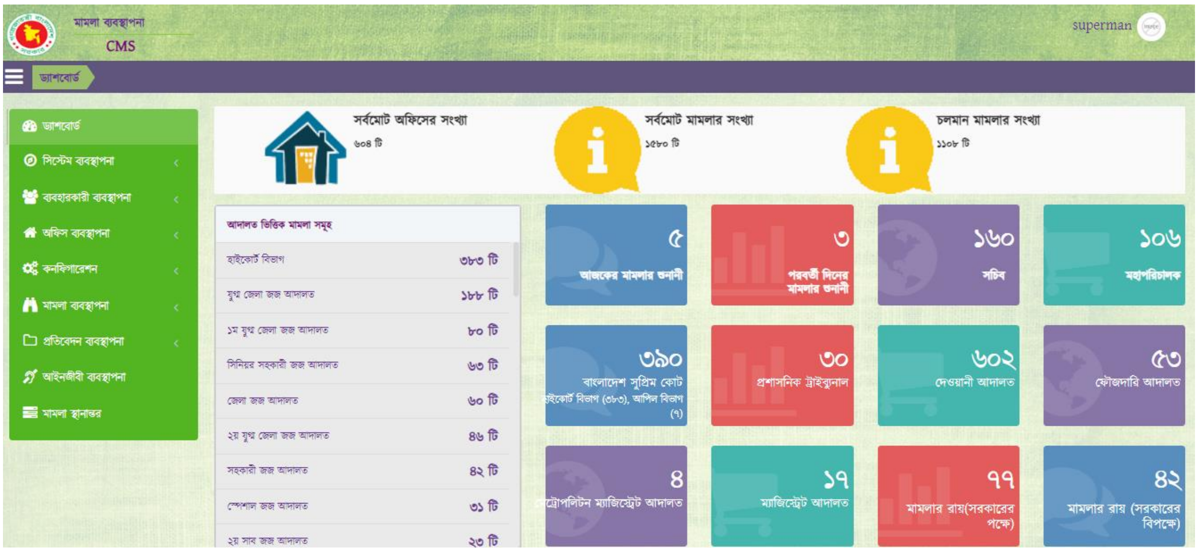

চিত্র-৩: মামলা ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

১০.১.২.৮ অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ) সফট্ওয়্যার

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কার্যক্রম পিপিআর ও আর্থিক বিধি বিধান পরিপালন করে সম্পাদন করা হয়েছে কি'না তা খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালীন উত্থাপিত আপত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা, আপত্তির বিপরীতে জবাব প্রেরণ ও প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এই সফট্ওয়্যারে র মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অডিট (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) এর মোট ১,০০,০০৪টি আপত্তির মধ্যে অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারে ৯৯,১৯২টি আপত্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

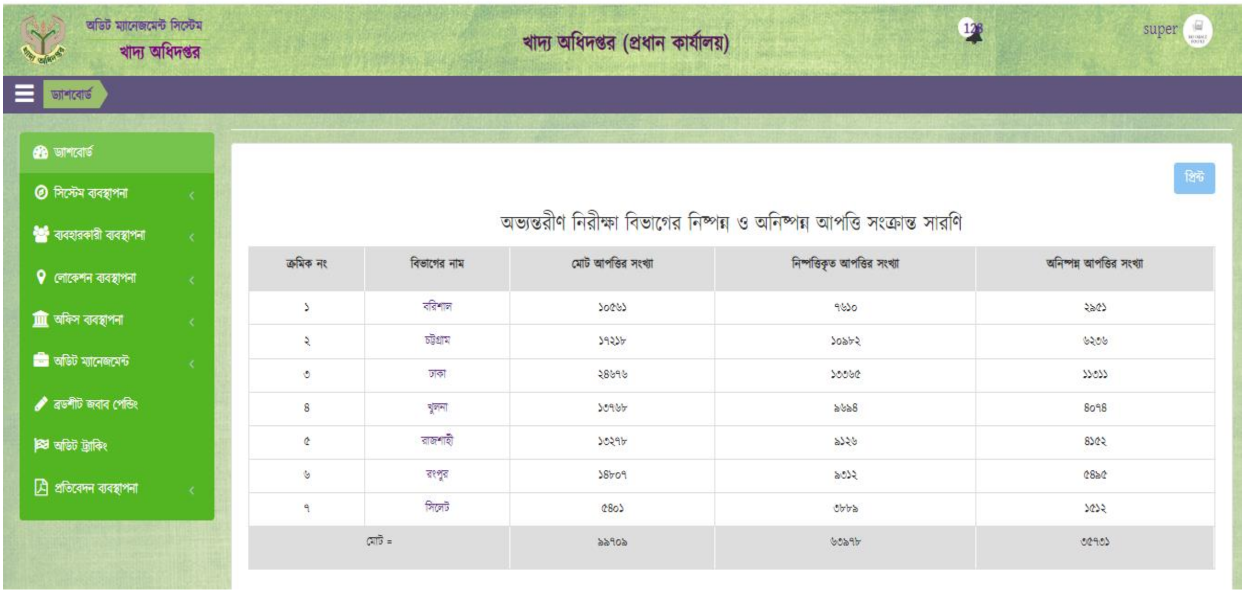

চিত্র-৩: অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার

১০.১.২.৯ অডিট ব্যবস্থাপনা (বাণিজ্যিক) সফট্ওয়্যার

খাদ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কার্যক্রমসমূহ পিপিআর ও আর্থিক বিধি বিধান পরিপালন করে সম্পাদন করা হয়েছে কি'না তা সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর এর মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালীন উত্থাপিত আপত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা, আপত্তির বিপরীতে জবাব প্রেরণ ও প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এই সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এ সিস্টেমটি শতভাগ বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যিক অডিট ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে। জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত অডিট (বাণিজ্যিক নিরীক্ষা) এর মোট ৬,৩৩৭টি আপত্তির মধ্যে অডিট ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যারে ৬,১৬৭টি আপত্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

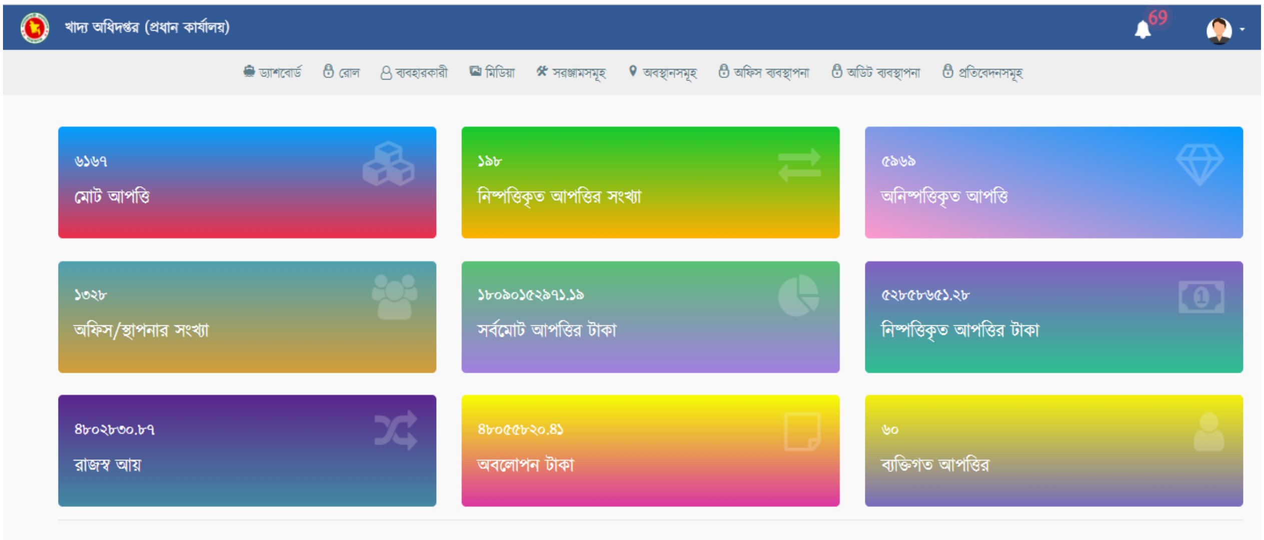

চিত্র-৩: অডিট ব্যবস্থাপনা (বাণিজ্যিক) সফট্ওয়্যার

১০.১.২.১০ খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হয় এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-৩: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট

১০.১.২.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য ডাটাবেজ প্রণয়ন

খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য অনলাইন ডাটাবেজ PIMS প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আরো যুগপোযোগী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১০.১.২.১২ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক “আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম এবং ই-সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজতর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে Food Stock and Market Monitoring System (FS&MMS) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ স্থাপন;
- সকল কার্যালয়ে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্থাপন;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফট্ওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- গোডাউনের আদ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য AI ও IOT tools যুক্ত প্রিসিশন এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন।

১১.০ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(১) প্রকল্পের নাম	:	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প
(২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	খাদ্য অধিদপ্তর
(৪) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস	:	মোট-৩৫৬৮.৯৪ কোটি (GoB- ৬৫.০০ কোটি, IDA Credit- ৩৪৯৯.৯৪ কোটি এবং উপকারভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪.০০ কোটি) টাকা।

(৫) প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০২৩

(৬) প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১) সরকারী পর্যায়ে কৌশলগত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫৩৫৫০০ ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৮টি স্টীল (৬টি চাল ও ২টি গম) সাইলো নির্মাণ;
২) খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দূর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক সাইলো বিতরণ;
৩) দেশে খাদ্য মজুদ পদ্ধতির উন্নয়ণ, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যয় কমানো এবং উন্নত খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং চালু করা;
৪) দূর্যোগকালীন নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিতের মাধ্যমে বন্যা ও সাইক্লোনের পরে জরুরী ত্রান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
৫) খাদ্যশস্যের গুণগতমাণ এবং পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন;
৬) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৭) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

(ক) দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে ৮টি (৬টি চাল + ২টি গম) আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ;
(খ) দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ;
(গ) সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে FPMU এবং DG, Food এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(ঘ) সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক (Online) খাদ্য মজুদ, পরিবহণ, সংগ্রহ এবং বাজার মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন;
(ঙ) খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও কৌশলগত সমীক্ষা;
(চ) খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridge স্থাপন;
(ছ) খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ৬টি আধুনিক Food Testing Laboratory স্থাপন।

(৮) কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ডিপিপি অনুযায়ী আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৭টি সাইলো ৫টি প্যাকেজে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সাইলো সমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির নিম্নরূপ:

(ক) সাইলো নির্মাণ

(১) প্যাকেজ W3 এর আওতায় ময়মনসিংহ, মধুপুর ও আশুগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণ কাজ চলছে। ৩টি সাইলোর নির্মাণ কাজের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি-৮৪.৯০%।

ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

ময়মনসিংহ সিএসডি’র অভ্যন্তরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৭.৬০ %।

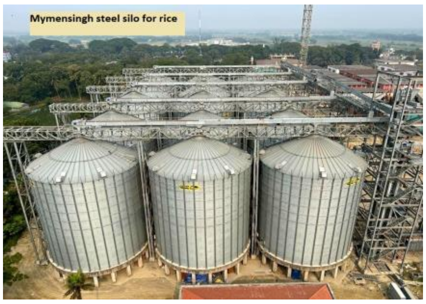

ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

মধুপুর রাইস সাইলো

মধুপুরে প্যাকেজ W-3 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৬.৫৫ %।

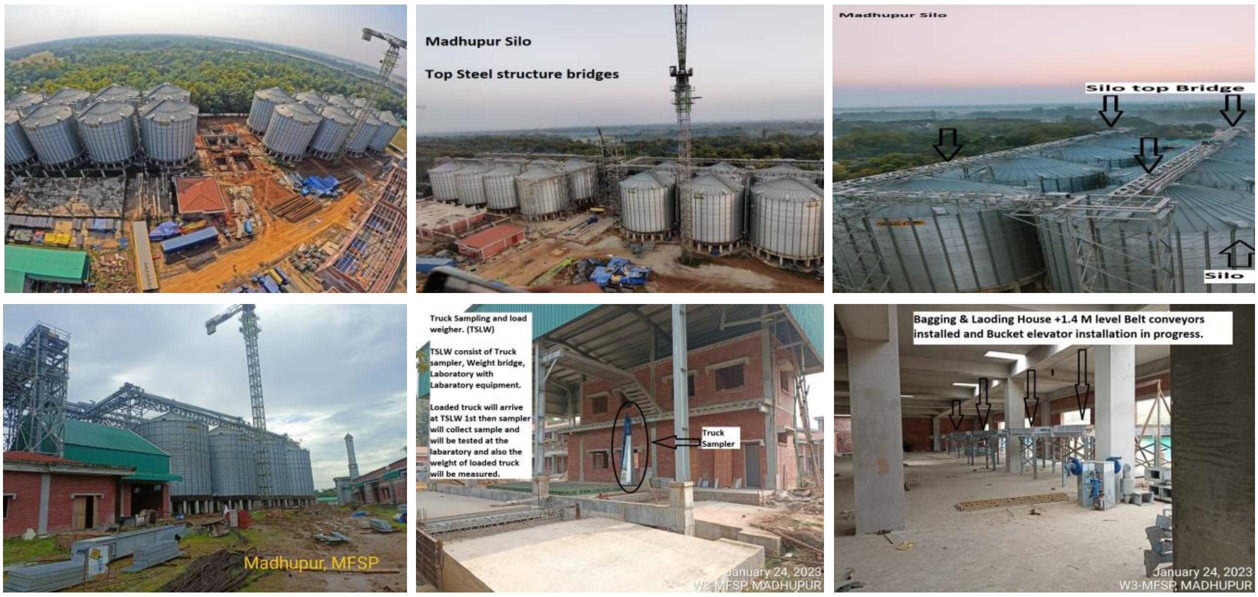

মধুপুর রাইস সাইলো

আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-3 এর আওতায় আশুগঞ্জে ১,০৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭৫.৪৬%।

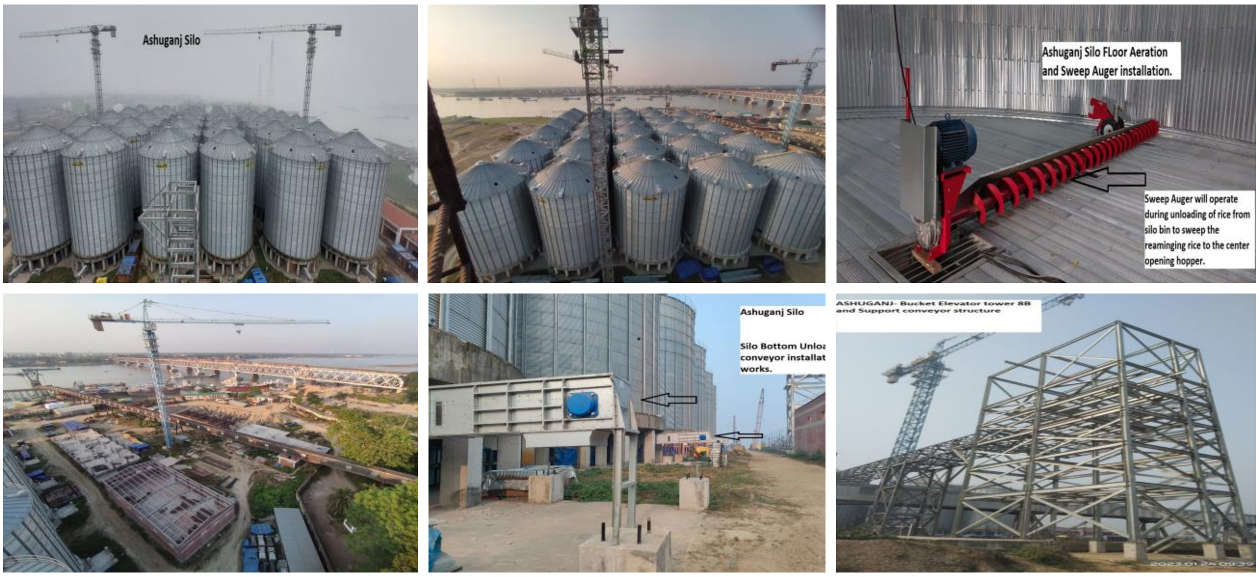

আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

(২) বরিশাল রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-21 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৭৫.৬০%।

বরিশাল রাইস সাইলো

(৩) নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-23 এর আওতায় ৪৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৫২.৫৬%।

নারায়ণগঞ্জ রাইস সাইলো

(৪) চট্টগ্রাম গমের সাইলো

প্যাকেজ W-24 এর আওতায় ১,১৪,৩০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম গমের সাইলো নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ২৮%।

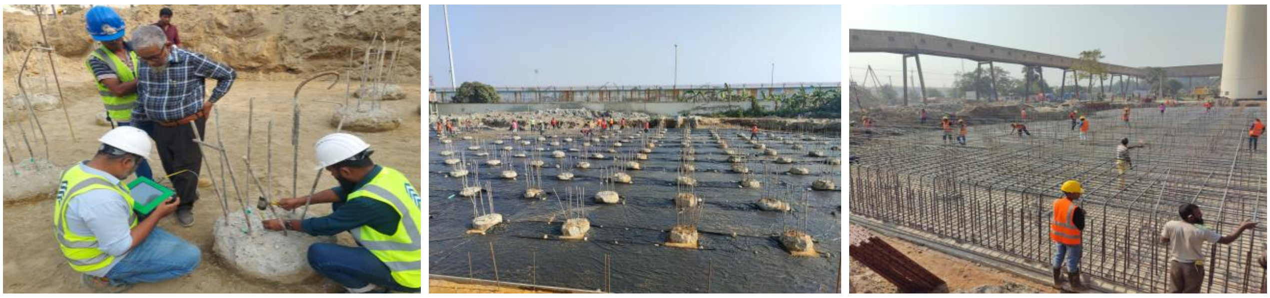

চট্টগ্রাম গমের ষ্টীল সাইলো

চট্টগ্রাম গমের ষ্টীল সাইলো

(৫) মহেশ্বরপাশা গমের সাইলো

প্যাকেজ W-25 এর আওতায় খুলনার মহেশ্বরপাশা সিএসডি'র অভ্যন্তরে ৭৬,২০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার গমের সাইলোটি নির্মাণের কাজ চলছে। সাইলো নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৫৪.৬৭%।

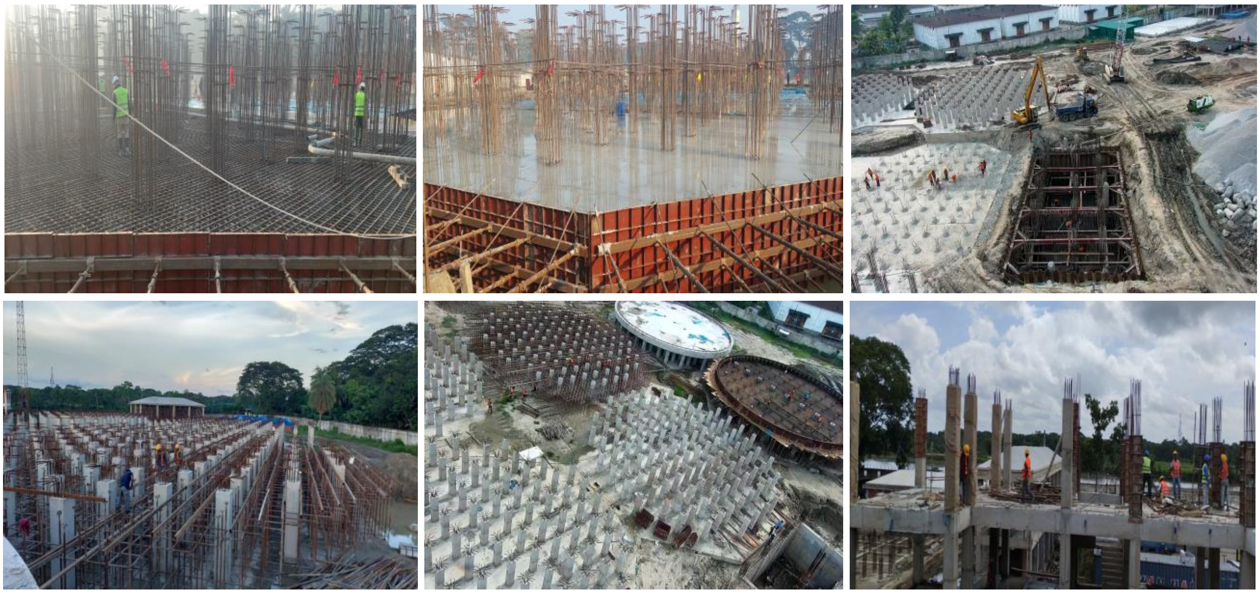

মহেশ্বরপাশা গমের ষ্টীল সাইলো

(খ) ৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সাইলো বিতরণ

ডিপিপি'র সংস্থান অনুসারে সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

পারিবারিক সাইলো

(গ) Digital পদ্ধতিতে খাদ্য মজুদ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন

Digital পদ্ধতিতে খাদ্যের মজুদ, সংরক্ষণ ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাজ নিম্নেবর্ণিত ২টি প্যাকেজে (GD-26 এবং GD-27) বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে।

GD-26 এর আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরসহ খাদ্য অধিদপ্তরাধীন LSD/CSD/Silo ও বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরসহ মোট ১৬৪০টি স্থাপনায় Active Directory সহ ICT যন্ত্রপাতি (১৭৫৮ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ১৬০৩টি প্রিন্টার, ৭০০টি অন লাইন ইউপিএস, ৯৭৫টি অফ লাইন ইউপিএস এবং ৭০০ টি রাউটার) । সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ১৪০টি ব্যাচে ৩৩৪৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে Basic Computer Training দেয়া হয়েছে।

GD-27 এর আওতায় Software development, Networking, Connectivity, Training, DC & DR স্থাপনের জন্য গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখের Beximco Computer Ltd, Bangladesh (Lead)-Bangladesh Export Import Company Ltd, Bangladesh- Tech Mahindra Ltd, India- Tech Vally Networks Ltd, Bangladesh-Consortium এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আলোকে জেভি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক প্রণীত SRS (System Requirement Specification), FDD (Functionality Demo Document), HLD এবং LLD চুড়ান্ত হয়েছে, SAP, ERP Software ক্রয় করা হয়েছে যা'বর্তমানে Customization এর সাথে সাথে আংশিক পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয় সমূহে Remote device, Precision Environment Monitoring System ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি আমদানি এবং স্থাপন করা শুরু হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা অফিসে নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টারের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্যাকেজের মোট চুক্তি মূল্য ২৬১.৭০ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৪০.৮৫ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ২৫ % আর্থিক অগ্রগতি ১৫.৬০ %।

(ঘ) সমন্বিত খাদ্যনীতি গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IFPRI, University of Illinois, USA এবং BIDS) কর্তৃক ২০ টি ডেলিভারেবল দাখিল করার ব্যবস্থা চুক্তিপত্রে রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি ডেলিভারেবল চুড়ান্ত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১টি এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২টি ডেলিভারেবল চুড়ান্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি ডেলিভারেবল এর কাজ চলছে।

(ঙ) ডিজিটাল ট্রাক স্কেল স্থাপন

খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় মোট ১৫টি Digital Truck Weigh Bridge স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

Digital Truck Weigh Bridge

(চ) Food Testing Laboratory নির্মাণ কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাবরেটরী সমূহের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বরিশাল ল্যাব বিল্ডিং

খুলনা ল্যাব বিল্ডিং

রাজশাহী ল্যাব বিল্ডিং

রংপুর ল্যাব বিল্ডিং

সিলেট ল্যাব বিল্ডিং

চট্টগ্রাম ল্যাব বিল্ডিং

১২.০ "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

১	প্রকল্পের নাম	:	সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠমো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
		:	Repair of Dilapidated Food Godowns with Ancillary Facilities and New Construction of Infrastructure across the country (2nd Revised)
২	প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২৪০৫০০
৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	খাদ্য অধিদপ্তর
৫	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (২য় সংশোধিত)	:	৩৯২.৫২ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
৬	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	:	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত
৭	একনেক সভায় অনুমোদনের তারিখ	:	১০/০৭/২০১৮খ্রিঃ
৮	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের তারিখ	:	০৩/১১/২০১৯খ্রিঃ
৯	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের তারিখ	:	২৭/০১/২০২২খ্রিঃ
১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যমাত্রা	:	○ খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা সমুন্নত রাখা; ○ খাদ্য অধিদপ্তরের স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ○ সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণের কার্যকর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ○ বিভিন্ন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৫০৭টি গুদাম মেরামত; ○ ৪৭টি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (অফিস ভবন, কোয়ার্টার ও রেস্ট হাউস); ○ সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থপনের মাধ্যমে বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আধুনিকায়নের আওতায় আনা;
১১	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	○ খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫০টি স্থাপনায় ৪,৯১,৭৫০ মে.টন ধারণক্ষমতার বিদ্যমান ৫০৭টি খাদ্য গুদাম মেরামত; ○ ১,৬৮,১৬৬.৬২ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত ও পুনঃনির্মাণ; ○ ৯২,৪৩১.৯১ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত ও পুনঃনির্মাণ; ○ ৩৫২টি আবাসিক ভবন (কোয়ার্টার) ও ১৪৯টি অনাবাসিক ভবন মেরামত; ○ ৩০টি নতুন অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (অফিস, দারোয়ান শেড, আনসার ব্যারাক) এবং ১৭টি নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ (কোয়ার্টার); ○ খাদ্য অধিদপ্তরের ৭২৫ স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা এবং সোলার প্যানেল স্থাপন।
১২	প্রকল্পের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	○ বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী লিঃ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা; ○ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ;
১৩	প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি	:	প্রকল্প পরিচালকগণের নাম ও কর্মকাল: ● মোঃ হুমায়ুন কবীর (অতিরিক্ত সচিব), ২২/১১/২০১৮ হতে ২৮/০২/২০২৩ পর্যন্ত ● মোঃ সোহেলুর রহমান খান (যুগ্মসচিব), অতিরিক্ত দায়িত্ব, ২৮/০২/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত।
১৪	প্রকল্প কার্যালয়ের ঠিকানা	:	কক্ষ নং- ৩২৯ (৪র্থ তলা), খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
১৫	ফোন নম্বর	:	+৮৮ ০২-৪১০৫০১৫৩, +৮৮ ০২-৪১০৫০১৫২, +৮৮ ০২-৪১০৫০১৫৪
১৬	ই-মেইল	:	pd.repair@dgfood.gov.bd, pdrepair.dgfood@gmail.com

প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি:

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৯২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ধারণক্ষমতার ২৯টি খাদ্য গুদাম, ২৩টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন, ১৪,৩৬৫ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ৫২৮৯ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত এবং ০৮টি আবাসিক ও অনবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০৭টি খাদ্য গুদাম, ৫০১টি আবাসিক ও অনাবাসিক ভবন মেরামত, ১৬৭৬১২.৭৯ বঃমিঃ অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ৯২৪৩১.৯১ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর মেরামত এবং ৪৭টি আবাসিক ও অনবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মাঠপর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের ৪০৫টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা এবং ৪০৬টি স্থাপনায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৪: অফিস ভবন নির্মাণ, ময়মনসিংহ সিএসডি, ময়মনসিংহ

চিত্র-৫: সাইলো ভবন মেরামত, নারায়ণগঞ্জ সাইলো, নারায়ণগঞ্জ

চিত্র-৬: অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা

চিত্র-৬: খাদ্য গুদাম মেরামত, কুটি এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

চিত্র-৭: খাদ্য গুদাম মেরামত, টেকেরহাট এলএসডি, মাদারীপুর

চিত্র-৭: খাদ্য গুদাম মেরামত, কুড়িগ্রাম সদর এলএসডি, কুড়িগ্রাম

চিত্র-৮: অফিস ভবন নির্মাণ, হাতিয়া এলএসডি, নোয়াখালী

চিত্র-৯: আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কানাইঘাট এলএসডি, সিলেট

চিত্র-৯: খাদ্য গুদাম মেরামত, বেগমগঞ্জ এলএসডি, নোয়াখালী

চিত্র-১০: ড্রাই ইয়ার্ড নির্মাণ, রুহিয়া এলএসডি, ঠাকুরগাঁও

চিত্র-১১: অফিস ভবন নির্মাণ, মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা

১৩.০ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে "খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৭৬২৯.৭২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৯৩৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৮৩৯.৩০ লক্ষ টাকা (৯৬.৬১%) ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

- ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা;
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গুনগত মানসম্পন্ন পুষ্টিচাল উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- কার্নেল প্রোডাকশন মেশিন এর মাধ্যমে বছরে ২ (দুই) শিফটে ১৯২০ মেঃটন কার্নেল উৎপাদন করা;
- ভবিষ্যতে ১১১০০ মেঃটন কার্নেল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১:১০০ অনুপাতে পর্যায়ক্রমে বছরে ১১১০০০০ মেঃটন রাইস ফর্ঠিফিকেশন করা;
- কার্নেল উৎপাদনের Raw Material (Micronutrient- Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron& Zinc সমৃদ্ধ) বিদেশ হতে আমদানি করা।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

- প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি Premix Kernel Production Machine স্থাপন; ০১টি কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ, ৪০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণ, ০১টি অফিস কাম-ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ এবং ১০০০ কেভিএ ০১টি সাব-স্টেশন নির্মাণ ও ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ এবং স্থাপন সম্পন্ন হয়।

- প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন: কার্নেল ফ্যাক্টরীর জন্য চায়নাস্থ Buhler Factory হতে সংগৃহীত মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টসমূহ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রিমিক্স কার্নেল মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টসমূহের ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়ে কার্নেল উৎপাদন শুরু হবে;

- ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্টস: পুষ্টির গুণগতমান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্টস স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী: ৫৬ ফুট উচ্চতার প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৪/০৮/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন: অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৪/০৮/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- ওয়্যার হাউজ (গুদাম): ৪০০ মে.টন ধারন ক্ষমতার ১টি ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণের নিমিত্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৪/০৮/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- সাব-স্টেশন: ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ২৪/০৮/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সাব-স্টেশন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY (DPDC) হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ পাওয়া গেছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র-১১: প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে চলমান প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

চিত্র-১১: প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে চলমান অফিস কাম ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

চিত্র-১১: প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে চলমান ওয়্যার-হাউজ (গুদাম) নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

চিত্র-১১: প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে চলমান ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে স্থাপিত কার্নেল মেশিনারিজ

১৪.০ দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

১	প্রকল্পের নাম	:	দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (১ম সংশোধিত)
		:	Construction of Modern Paddy Silo at different locations of the country with drying, storing and other ancillary facilities Project (First ৩০ silos construction Pilot Project) (১st Revised)
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	খাদ্য অধিদপ্তর
৪	একনেক সভায় অনুমোদনের তারিখ	:	০৮/০৬/২০২১ খ্রি.
৫	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (১ম সংশোধিত)	:	০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত
৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	○ কৃষকের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রদান; ○ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ১.৫০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ○ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজন; ○ কীটনাশক বিহীন মজুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ২-৩ বছর শস্যের পুষ্টি মান বজায় রাখা; ○ আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মজুদ শস্যের মান নিয়ন্ত্রন করা; ○ নিরাপদ ও পুষ্টিগুন সম্পন্ন খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
৭	চলমান কার্যক্রম	:	প্রকল্পের আওতায় Design & Supervision Consulting Firm নিয়োগের লক্ষ্যে গত ১৪/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখ কৃতকার্য পরামর্শক সংস্থা BETS Consulting Services Ltd. Dhaka, Bangladesh JV with Structural Engineers Company (SEC), USA -এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক সংস্থা ৩০টি সাইটের Reconnaissance Survey Report দাখিল এবং ৩০টি সাইটের Digital Survey সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে Site Layout Plan প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকাসমূহ

ক্র.নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলা/এলএসডির নাম	ধারণ ক্ষমতা
০১.	ঢাকা	ফরিদপুর	আম্বিকাপুর এলএসডি, ফরিদপুর সদর	৫০০০ মে.টন
০২.		কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি এলএসডি, কটিয়াদি	৫০০০ মে.টন
০৩.		টাংগাইল	মির্জাপুর এলএসডি, মির্জাপুর	৫০০০ মে.টন
০৪.		টাংগাইল	বি-বেতকা এলএসডি, টাংগাইল সদর	৫০০০ মে.টন
০৫.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	শাকুয়াই এলএসডি, হালুয়াঘাট	৫০০০ মে.টন
০৬.		জামালপুর	মেলান্দহ এলএসডি, মেলান্দহ	৫০০০ মে.টন
০৭.		শেরপুর	শ্রীবরদী এলএসডি, শ্রীবরদী	৫০০০ মে.টন
০৮.	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	চৌমুহনী এলএসডি, নোয়াখালী সদর	৫০০০ মে.টন
০৯.		নোয়াখালী	চরবাটা এলএসডি, নোয়াখালী সদর	৫০০০ মে.টন
১০.		বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর এলএসডি, বি-বাড়িয়া	৫০০০ মে.টন
১১.		কুমিল্লা	ধর্মপুর এলএসডি, কুমিল্লা সদর	৫০০০ মে.টন
১২.	রাজশাহী	নওগাঁ	শিবপুর এলএসডি, শিবপুর	৫০০০ মে.টন
১৩.		নওগাঁ	রানীনগর এলএসডি, রানীনগর	৫০০০ মে.টন
১৪.		পাবনা	মুলাডুলী এলএসডি, ইশ্বরদী	৫০০০ মে.টন
১৫.		বগুড়া	নন্দিগ্রাম এলএসডি, নন্দিগ্রাম	৫০০০ মে.টন
১৬.		বগুড়া	মির্জাপুর এলএসডি, শেরপুর	৫০০০ মে.টন
১৭.		জয়পুরহাট	খেতলাল এলএসডি, খেতলাল	৫০০০ মে.টন

১৮.	রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সিএসডি, দিনাজপুর সদর	৫০০০ মে.টন
১৯.		দিনাজুপুর	মঙ্গলপুর এলএসডি, বিরল	৫০০০ মে.টন
২০.		ঠাকুরগাঁও	রুহিয়া এলএসডি, ঠাকুরগাঁও সদর	৫০০০ মে.টন
২১.		পঞ্চগড়	সাকোয়া এলএসডি, বোদা	৫০০০ মে.টন
২২.		লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা এলএসডি, হাতীবান্ধা	৫০০০ মে.টন
২৩.	সিলেট	সিলেট	কানাইঘাট এলএসডি, কানাইঘাট	৫০০০ মে.টন
২৪.		সুনামগঞ্জ	মল্লিকপুর এলএসডি, সুনামগঞ্জ সদর	৫০০০ মে.টন
২৫.		হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ এলএসডি, শায়েস্তাগঞ্জ	৫০০০ মে.টন
২৬.	বরিশাল	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর এলএসডি, পটুয়াখালী	৫০০০ মে.টন
২৭.		পটুয়াখালী	খেপুপাড়া এলএসডি, কলাপাড়া	৫০০০ মে.টন
২৮.		ভোলা	চরশশীভূষন এলএসডি, চরফ্যাশন	৫০০০ মে.টন
২৯.	খুলনা	নড়াইল	নড়াইল সদর এলএসডি, নড়াইল	৫০০০ মে.টন
৩০		কুষ্টিয়া	কুমারখালী এলএসডি, কুমারখালী	৫০০০ মে.টন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক	
২।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৩।	জনাব জসিম উদ্দিন, উপপরিচালক (উন্নয়ন), পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৪।	জনাব সাইফুল কবির খান, উপপরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৫।	জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী হায়দার, উপ-পরিচালক (চলাচল), চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৬।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী, উপপরিচালক, বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৭।	জনাব মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা, উপপরিচালক, সরবরাহ শাখা, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৮।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান, ইন্সট্রাক্টর, সংযুক্তি-উপপরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৯।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান খান, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১০।	জনাব শিরিন আক্তার, সহকারী উপপরিচালক, এমআইএসঅ্যান্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১১।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব	

-: সহযোগিতায় :-

১।	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, অপারেটর (পেষ্ট কন্ট্রোল), ঢাকা সিএসডি, ঢাকা সংযুক্তিঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	প্রচ্ছদ অলংকরণে	